CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-321 ■ 29 August, 2024 ■ আগরতলা ২৯ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## রাজ্যে এসেই বন্যা উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় দল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** রাজ্যের বন্যাজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল আজ রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (ফরেনার্স ডিভিশন) বি সি যোশীর নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলটি আজ সন্ধ্যায় মহাকরণের কনফারেন্স হলে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিজনিত বিষয় নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকের শুরুতেই রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে গত ১৯ আগস্ট থেকে রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি এবং ক্ষয়ক্ষতির এক সচিত্র প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরেন। বৈঠকে পূর্ত (সড়ক ও গৃহ) এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। বন্যার ফলে সমগ্র রাজ্যের রাস্তাঘাট, কালভার্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তিনি তুলে ধরেন। বিদ্যুৎ, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান এবং জলসম্পদ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং নিজ নিজ দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সম্বলিত বিবরণ তুলে ধরেন। বৈঠকে কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় জানান, কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি জেলাভিত্তিক কৃষির ক্ষয়ক্ষতির তথ্য বৈঠকে তুলে ধরেন। এছাড়াও কৃষি কাজের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ এবং দপ্তরের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

বৈঠকে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব সন্দীপ আর রাঠোর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এন সি শর্মা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সম্বলিত চিত্র তুলে ধরে আলোচনা করেন। বৈঠকে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের অন্যান্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### বুদ্ধদেবের স্মরণ সভায় বললেন বিমান বসু

## বিত্ত - বৈভবের নেশা থেকে কমিউনিস্টদের বেরিয়ে আসতে হবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** ভোগ লালসা নয়, মার্কসবাদ ও লেলিনবাদেই বিশ্বাস করতেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। এজন্যই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ওই কমিউনিস্ট নেতার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। বুধবার আগরতলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের স্মরণ সভায় দাঁড়িয়ে বিমান বসুর এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, স্মরণসভায় মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বিত্ত বৈভবের নেশায় ডুবে রয়েছেন। নিন্দুকের মতে, তাঁরা কমিউনিজম ভুলে গেছেন।

এদিন তিনি বলেন, সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে কমিউনিস্টরা। যে কমিউনিস্টরা জীবনের শ্রম ও সময় ব্যয় করেন তাঁরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে স্মরণ করবেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যও আর পাঁচটি পরিবারের মতো একটি পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর কাকু ছিলেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীন তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদে পা দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতির জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই ছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য নীতিনিষ্ঠ একজন কমিউনিস্ট ছিলেন। তিনি জীবনের লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে যাঁদের মধ্যে ভোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ভাগবতের এএসএল নিরাপত্তা প্রদান

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

**নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ।।** আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের নিরাপত্তাকে আরো উন্নত করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাকে এডভান্স সিকিউরিটি লিয়াসন (এএসএল) সুরক্ষার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সমতুল্য সুরক্ষা। নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি এড়াতেই এই বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর। বিশেষ করে অ-বিজেপি রাজ্যে, সূত্র জানিয়েছে যে তার নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে, গোয়েন্দা ব্যুরো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এর আগে জেড-প্লাস নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে, তিনি সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের (সিআইএসএফ) তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপির সদস্য পদ অভিযান কর্মশালায় অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান - ২০২৪কে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালায় অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজধানীর মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই কর্মশালায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেন। আর এই সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে রাজ্যে আসেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ দুশ্যন্ত কুমার গৌতম। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত থাকেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান-২০২৪ শুরু হতে চলেছে। আর এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে রাজ্যেও শুরু হয়েছে জোর সাংগঠনিক তৎপরতা। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযানকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তুলতে বুধবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### আগরতলা-সাব্রুম ডেমু ট্রেন ছাড়া বাকী পরিষেবা চালু

### পরিবহন সচিব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** বন্যা পরিস্থিতির পর রাজ্যে বিমান, সড়ক ও রেলওয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে পরিবহণ দপ্তরের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে গত ২১ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট দুপুর ২টা পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত লোকাল ও বিশেষ ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া একথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বর্তমানে আগরতলা-সাব্রুম ডেমু লোকাল ট্রেন পরিষেবা ছাড়া বাকি সমস্ত ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে। আগরতলা-সাবুম রেল পরিষেবা পুনরায় চালু করার জন্য দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। আগামী দু"একদিনের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা চালু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। শান্তিবাজার-গর্জি রেল লাইনের মধ্যে ৩-৪টি জায়গায় রেল ট্র্যাকের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### বিধানসভা অধিবেশনে

## থাকবে দোভাষী রতন লাল নাথ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** এখন থেকে ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনেও থাকবে দোভাষী। আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক ভাষায় গুরুত্ব অনুধাবনে এই প্রথম আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনে এই বিশেষ পদ্ধতি চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক ভাষায় গুরত্বপূর্ণ অনুধাবনে ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনে থাকবে দোভাষী। ফলে, ককবরক, বাংলা কিংবা ইংরেজিতে অধিবেশনে সদস্যরা কথা বললে তা দোভাষীর মাধ্যমে পছন্দ অনুযায়ী ভাষায় অনুবাদ হবে এবং তিনি সেটা শুনতে পারবেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, পূর্বতন সরকারের আমল থেকে ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনে এই বিশেষ পদ্ধতি চালু করার জন্য দাবি ছিল। কিন্তু পূর্বতন সরকার এই পদ্ধতি চালু করেনি। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং সদস্যরা মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কথায়, বিজেপি সরকার চাইছে রাজ্যের ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হোক। পাশাপাশি, এই পদ্ধতি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক।

বিধায়ক হিসেবে মেয়াদ একদিন হলেও, অবসরকালীন সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন তিনি। ত্রিপুরা বিধানসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশনে এই সংক্রান্ত সংশোধনী বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

এদিন তিনি বলেন, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরা বিধানসভা বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হবে। ওই অধিবেশন চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওই অধিবেশনে তিনটি বিল পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন তিনি আরও বলেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ বিল পেশ করা হবে। বিধায়ক হিসেবে মেয়াদ একদিন হলেও, অবসরকালীন সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন তিনি, এমনটাই বিল পেশ আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

## বিধায়ক সংক্রান্ত সংশোধনী বিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হবে। তিন দিনের ওই অধিবেশন চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আজ বিজনেস এডভাইজারি কমিটির(বিএসি) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, আজ বিধানসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশন নিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন সহ উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা এবং বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে, সবাই বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যে রয়েছেন। তাই সর্বসম্মতিক্রমে তিনদিনের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ওই অধিবেশনে তিনটি বিল পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার।

### তৃণমূলের যুব মঞ্চ থেকে মোদীকে নিশানা মমতার

## বাংলায় আগুন লাগালে জ্বলবে উত্তরপূর্ব দিল্লি - উত্তর প্রদেশ - বিহার - ঝাড়খন্ডও

**কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.)।।** আর জি কর হাসপাতাল-কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ ! আমি বাংলাদেশকে ভালবাসি। ওরা আমাদের মতো কথা বলে। ওদের সংস্কৃতি আর আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদীবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন ! মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান, অসমও থেমে থাকবে না। উত্তরপূর্ব ভারতও থেমে থাকবে না। উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না। বিহার-ঝাড়খণ্ড-দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা টলমল করে দেব।"

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "বিজেপির মতো অত্যাচারী, অহঙ্কারী, চক্রান্তকারী, আমি দেখিনি। প্রধানমন্ত্রী শুধু এজেন্সি লাগিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে ঘটনায় তো পদত্যাগ করেননি। গতকাল ওরা (বিজেপি-র আন্দোলনে) লাশ চেয়েছিল, পুলিশ সংযত ছিল, রক্ত দিয়েছে, ধৈর্য দেখিয়েছে, পুলিশকে স্যালুট।

'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের' নামে নবান্ন অভিযানে বহিরাগতদের দাপটের অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### রাজ্যে পঞ্চায়েত গঠনে নজির বিহীন জোট

## ভগবান নগরে কংগ্রেস-বিজেপি দেওছড়ায় বিজেপি-সিপিএম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত গঠনে নজিরবিহীন জোটের দেখা মিলেছে। কৈলাসহরে ভগবান নগরে কংগ্রেস এবং পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত দেওছড়া গ্রামে সিপিএম বিজেপির সাথে ঘর বেঁধেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কৈলাসহরে ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৭টি ওয়ার্ড রয়েছে। তার মধ্যে আসন সংখ্যা ১১টি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ৩টি, সিপিআইএম ৫টি এবং বিজেপি ৩ আসন দখল করেছে। পাশাপাশি, ওই পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যা নেহার বেগম প্রধান এবং বিজেপির প্রসেনজিৎ মালাকার উপপ্রধান হয়েছেন।

তেমনি, পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম ও বিজেপি মিলে পঞ্চায়েত গঠন করছে। ওই পঞ্চায়েতে ৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। তাতে ১১টি আসনের মধ্যে ১০টি বিজেপি এবং ১টি সিপিআইএমের প্রার্থী জয়ী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### গ্রেপ্তার কুখ্যাত মানব পাচারকারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** মধুপুর থানাধীন কৈয়াঢ়েপা ২নং ওয়ার্ড থেকে এক মানব পাচারকারীকে আটক করেছে মধুপুর থানার পুলিশ। আটক মানব পাচারকারীর নাম বিজয় দাস। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

মধুপুর থানা এলাকা দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথে রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। মানব পাচারকারীদের হাত ধরে তারা প্রতিনিয়ত রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে চলেছে। দুই বাংলাদেশি মহিলাকে পাচারের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল মধুপুর থানা এলাকার কৈয়াটেপার দুই নম্বর ওয়ার্ডের বিজয় দাস নামে এক মানব পাচারকারী। আটক ২ বাংলাদেশী মহিলার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে।

মামলা গৃহীত হওয়ার পর থেকেই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## লেখক সুবিমল রায়ের প্রয়াণে শোক মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** রাজ্যের প্রবীণ কথাসাহিত্যিক, লেখক তথা ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সুবিমল রায় প্রয়াত হয়েছেন। আজ সকালে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

পাশপাশি,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গোমতী জেলায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।।** আজ গোমতী জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বৈঠকে বন্যা পরবর্তী অবস্থা কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে। বন্যায় যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের

তালিকা তৈরী করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে সময়মত পৌঁছায় তারজন্য তিনি পূর্ত, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, কৃষি, মৎস্য সহ সকল দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। জলবাহিত বা অন্যান্য রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে তিনি গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশ দেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এখনও যে সকল ত্রাণ শিবিরগুলি চালু আছে সেইগুলিকে ভালোভাবে তদারকি করতে হবে। শিবিরগুলিতে পানীয়জল সহ খাবারের যাতে অভাব না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। ডাকবাংলো রোডের জল দ্রুত সরিয়ে দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 29-08-2024, 12:53

জাগরণ আগরতলা ২৯ আগস্ট ২০২৪ ইং
১২ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## বিশ্ব শান্তির দূত মোদী !

ভারত সবসময়ই শান্তি সম্প্রীতির ধারক ও বাহক। বিশ্ব শান্তির প্রচেষ্টায় ভারতের প্রয়াস সব সময় সর্বজন স্বীকৃত। ভারতের বৈদেশিক নীতি এরপর নির্ভর করিয়াই তৈরি হইয়া থাকে। গোটা বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে ভারত শান্তির অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। এই ধারা অব্যাহত রাখিতে ভারত সদা সক্রিয়। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাহা আমারও প্রমাণ করিয়াছেন। রাশিয়া ইউক্রেনের মাঝে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে বিবাদ চলিতেছে, তাহার প্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কূটনৈতিক পদক্ষেপ ভারতকে বিশ্বমঞ্চে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী ইউক্রেন সফরে যান। গত কয়েক দশকের মধ্যে তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এই দেশটিতে রাষ্ট্রীয় সফর করিলেন। তাঁহার এই সফরের মধ্যে দিয়াই দুটি বিবদমান দেশের সঙ্গে কীভাবে সমদূরত্ব বজায় রাখিয়াও সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়, তাহা ফের একবার তিনি প্রমাণ করিয়াছেন।ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বহুদিনের। ফলে দুটি দেশের সঙ্গেই ভালো যোগাযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। নরেন্দ্র মোদী সেই কাজটাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করিয়াছেন। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে যে অশান্তি চলিতেছে সেখানে শান্তির দূত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ছিল, সেই ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকেই ভারত এবং রাশিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। ১৯৭১ সালে ইন্দো-সোভিয়েত শান্তি চুক্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার যে সমঝোতা হইয়াছিল তাহা দুই দেশে সম্পর্ককে কালক্রমে আরও মজবুত করিয়াছে। রাশিয়া বরাবর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীর ভূমিকা পালন করিয়া সমরাস্ত্র, সেনা সামগ্রী এবং প্রযুক্তির জোগান দিয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ইউক্রেনও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং কৃষি ক্ষেত্রে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইউক্রেন সফর আদতে শান্তির পক্ষে ভারতের দায়বদ্ধতাকেই ফের একবার সারা বিশ্বের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। ভারত যে সব পক্ষকে একসঙ্গে নিয়ে চলিতে চায় এটা তাহারই জলজ্যান্ত উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী যেভাবে ভারত এবং ইউক্রেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তির পথ প্রশস্ত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে তারিফযোগ্য। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের জোট নিরপেক্ষ অবস্থান ভারতকে বিশ্বস্ততার সূত্রে বাধিয়াছে। পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর রাশিয়া, ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ভারতকে স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে এনে দাঁড় করাইয়াছে।কৌশলগত স্বাধীনতাকে সম্মান দিয়া সম্পর্ককে টিকাইয়া রাখাই নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম বড় হাতিয়ার।

## অশান্তি এড়াতে আলিপুর থানা সংলগ্ন চতুর্দিকে নিষেধাজ্ঞা জারি

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি. স. ) : আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় যাতে শহর জুড়ে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হতে না পারে এজন্য সচেষ্ট রাজ্য সরকার পুলিশ এবং প্রশাসন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সদর দফতর আলিপুরে যাতে কোনওরকম অশান্তি বাধাতে পারে কেউ আগাম সতর্কতা হিসেবে কলকাতাল পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল এর স্বাক্ষরিত এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তদানুযায়ী, আলিপুর থানা এলাকার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিদিকে পাঁচজনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ। লাঠিসোঁটা সঙ্গে রাখা যাবে না। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে যেন না থাকে এবং তা সম্পূর্ণ বেআইনি হিসেবে ধরা হবে। যা কিনা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিরোধী। ওই নির্দেশে আরো বলা হয়েছে যে, পূর্ব দিকে - মতিঝিল বস্তি থেকে আলিপুর জেল মিউজিয়াম (ভবানী ভবনের পিছন দিক), জাজেস কোর্ট রোড পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে - বেকার রোড ক্রসিং থেকে (বিপ্লবী কানাই ভট্টাচার্য সরণী) বেলভেদোর রোড পর্যন্ত ফুটপাত সংলগ্ন এলাকায় নিষিদ্ধের আওতায়। উত্তর দিকে - বেলভেদোর রোড, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার পর্যন্ত ওই মতিঝিল বস্তি সহ। দক্ষিণ দিকে - আলিপুর জেল মিউজিয়াম এর বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত পিছনের দিক ও জাজেস কোর্ট রোড ও বেকার রোডের সংযোগস্থল পর্যন্ত। উল্লেখ্য, আগামী ৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস তা বহাল থাকবে। বুধবার থেকেই তা চালু এবং আগামী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত তা পুরোপুরিভাবে কার্যকর থাকবে।

## সর্বদা বিশ্বাস করি ন্যায়ের জয় হবে, সত্যের জয় হবে : কে কবিতা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন বিআরএস নেত্রী কে কবিতা। এরপর মঙ্গলবারই তিহার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। জেল-মুক্তির পরবর্তী দিন কে কবিতা জানালেন, 'আমি সবসময় বিশ্বাস করি ন্যায়ের জয় হবে, সত্যের জয় হবে। আমরা লড়াই করব, আমরা আমাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হব না এবং আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব।'দিল্লিতে বুধবার দলের নেতা এবং তাঁর ভাই কেটি রামা রাও-এর সঙ্গে দেখা করেন কে কবিতা। দিল্লি থেকে এদিনই হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন তিনি। কে কবিতার মুক্তিতে আনন্দিত তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা।

## আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে অধীরের মিছিলে হাইকোর্টের অনুমতি

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর মিছিলের অনুমতি দিলো কলকাতা হাইকোর্ট।আর জি করের চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে প্রায় রোজই কোথাও না কোথাও মিছিল, বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় মিছিল করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন অধীরবাবু।বৃহস্পতিবার কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিলে অনুমতি মিলেছে। পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অধীরবাবু। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে মিছিলের অনুমতি দেন সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। এর পরেই পুরোদমে শুরু হয়ে যায় কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্ব।

## আগামী কয়েকদিন গুজরাটের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

আহমেদাবাদ, ২৮ আগস্ট (হি.স.): আগামী কয়েকদিন গুজরাটের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করলো আবহাওয়া দফতর। বুধবার জানা গেছে, সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের বিচ্ছিন্ন স্থানে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস-সহ আগামী ৪৮ ঘন্টায় গুজরাটের একাধিক জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের মধ্য ও দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

# ভারতে অনেক নারী যে কারণে দুর্গাপুজোয় অংশ নেনে না

অমিতাভ ভট্টশালী

অনেক বাঙালি হিন্দু নারী এ বছরও দুর্গাপুজোয় অংশ নিতে পারবেন না, যে রীতি চলে আসছে বহু যুগ ধরে। হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে রজঃস্বলা নারী, অর্থাৎ পিরিয়ড চলছে এমন নারীরা কোনও ধরনের পুজো অর্চনা করতে পারেন না, কারণ ওই কয়েকটা দিন তাদের 'অশৌচ'।

তবে এবারে কলকাতার একটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো রজঃস্বলা নারীদেরও পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদিও হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা শাস্ত্র-বিরোধী।

এর আগে কোনও কোনও নারী বিচ্ছিন্নভাবে পিরিয়ডের সময়ে পুজো করার ছবিসহ পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে এবং ট্রলের শিকার হয়েছেন।

কিন্তু দুর্গাপুজোর মতো একটা সর্বজনীন উৎসবের মাঝে ঋতুস্রাব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে প্রচার, বেশ সাহসী উদ্যোগ বলেই অনেকে মনে করছেন।

বিবিসি বাংলায় আরও পড়তে পারেন ছোট থেকেই শেখানো হয় "অশুচি" দুর্গাপুজো কবে পড়েছে, সেই তারিখটা দেখে নিয়ে কোনও বছর নিশ্চিন্ত হন ইংরেজির অধ্যাপিকা মহুয়া ভৌমিক। আবার কোনও বছর এমনও হয়েছে যে পুজোর মধ্যেই তার ঋতুচক্রের সময় পড়ে গেছে। সেইসব বছরে তিনি পুজো দেন না। "যদিও আমার শিক্ষা, নারী সচেতনতা আর নারী অধিকার নিয়ে কাজ, আমার চিন্তাভাবনা বা লেখা আমাকে সব ধরনের কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার শিক্ষাই দিয়েছে।

কিন্তু আমি এই একটা জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মহুয়া ভৌমিক।

তার কথায়, "আসলে ছোটবেলা থেকে মা-দিদিমা এটা মনের ভেতরে গেঁথে দিয়ে গেছেন যে পিরিয়ডের সময়ে পুজো-অর্চনা করা যায় না, আমি অশুচি, এই সংস্কার থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারি নি এখনও। তিনি বলেন, "মানসিকভাবে আমি যে দ্বিধাবিভক্ত, সেটা অবশ্য আমি লুকিয়ে রাখি না। আমার ছাত্রীদের যখন নারী অধিকার বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু শেখাই বা পড়াই, তখন এটাও বলে দিই যে আমি নিজে এই সংস্কার থেকে বেরতে পারি নি।"

"আমি বলতেই পারতাম যে আমি এইসব সংস্কার মানি না এবং সবাই সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহও করত না কারণ আমার কাজকর্ম বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে এটাই খাপ খায়। কিন্তু আমি আমার ব্যর্থতাটাও তুলে ধরি," বলছিলেন কলকাতার এক কলেজের ইংরেজির ওই অধ্যাপিকা।

তার মতো একই ধারণা মা-ঠাকুমার কাছ থেকে পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রীতিও।

"পিরিয়ড যে একটা খুব স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, এটা যে নিষিদ্ধ কোনও বিষয় নয়, সেই ধারণাটা অনেকটাই ভেঙ্গেছে, তবে সবাই পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারি নি।

আমি নিজেও পারি নি, কারণ একটা সাধারণ পরিবারের মেয়ে হিসাবে আমাকেও ছোটবেলা থেকে এই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ঋতু-কালীন অবস্থায় ঠাকুর ছোঁয়া যাবে না," বলছিলেন প্রীতি।

তিনি বলছিলেন, "তাতে অমঙ্গল হতে পারে, এরকম একটা ধারণা দেওয়া হয় আমাদের। কে আর বলুন যেচে অমঙ্গল ডেকে আনতে চায়।"

রজঃস্বলা নারীদের পুজোয় আহ্বান প্রীতির সঙ্গে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের একটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, আয়োজকেরা অবশ্য বলছে যে রজঃস্বলা নারীরা স্বচ্ছন্দে তাদের মণ্ডপে এসে অঞ্জলি দিতে পারেন, কোনও বাধা নেই। তবে হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন শাস্ত্র মেনে পুজো করলে এটা করা যায় না। এই সর্বজনীন পুজোর এবছরের থিম বা বিষয়-ভাবনার নাম 'ঋতুমতী'। পাথুরিয়াঘাটা পাঁচের পল্লির ওই পুজোটি পরিচালনা করেন নারীরা।

মণ্ডপের ভেতরের অঙ্গসজ্জায় বোঝানো হয়েছে ঋতুচক্র বা মাসিক একটি খুব প্রাকৃতিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, এটা কখনই অশুচি করে না নারীদের।

ওই পুজো কমিটির প্রধান এবং এলাকার পুর-প্রতিনিধি ইলোরা সাহা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "ঋতুচক্রের কারণেই তো নারীরা সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা পায়, মা হতে পারে। অথচ সেটা নিয়েই যত ট্যাবু, লুকোচুরি আর কুসংস্কার চলে আমাদের সমাজে।"

"এটা যে একটা খুবই স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া, সেটা না বুঝিয়ে সমাজ আমাদের বোঝায় যে ওই সময়টাতে আমরা অশুচি হয়ে যাই, নোংরা হয়ে যাই।

কিন্তু দেখুন কামরূপ-কামাখ্যা মন্দিরে যে শক্তির আরাধনা হয়, সেটা তো যোনি-রূপেরই পুজো। সেই লাল জল আমরা পবিত্র হিসাবে মনে করি, অথচ নারীদের ঋতুচক্রের সময়ে অপবিত্র মনে করা হয়," বলছিলেন মিজ সাহা।

তারা দুর্গাপুজোর মতো বিশালাকার সামাজিক প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে তাই ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা আর এর সঙ্গে জড়িত কুসংস্কারগুলোকেই ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন। মিজ সাহার কথায়, "কয়েক লক্ষ মানুষ হয়তো আমাদের পুজো প্যান্ডেলে আসবেন, তাদের মধ্যে একশো জনও যদি ওই কুসংস্কারগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন বা ঋতুচক্রের সময়ে কী ধরণের স্বাস্থ্যবিধি পালন করা উচিত তা জানতে পারেন, সেটাকেই আমাদের সার্থকতা বলে মনে করব।"

যেভাবে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ মাসিকের সময়ে যে সব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলো যে আসলে কুসংস্কার তা তুলে ধরার সঙ্গেই ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতার বিভিন্ন দিকও তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপটিতে।

প্যান্ডেলে প্রবেশপথের ঠিক পাশেই রয়েছে ঋতুস্রাবের দাগ সহ স্যানিটারি ন্যাপকিনের বড়সড় একটি মডেল লাগানো একটি শিবির, যেখান থেকে স্যানিটারি প্যাড বিলি করা হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে প্রচারপত্রও।

মূল মণ্ডপের ভেতরে যেখানে প্রতিমা রয়েছে, সেখানে কয়েকটি মূর্তি রয়েছে --- দুই কন্যাশিশুকে নিয়ে এক মা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মন্দিরের ভেতরে পুজোর কাজে অংশ নিচ্ছে তার দুই পুত্র শিশু।

ওই মা সহ সন্তানদের মূর্তিগুলি যেন দুর্গা এবং দুই কন্যা ও দুই পুত্রকে নিয়ে যে রূপে পূজিত হন দুর্গা, তাদেরই প্রতীক। অসুরকে দেখানো হয়েছে এমন এক প্রতীকরূপে, যেন তিনি নীতি পুলিশ হিসাবে ঋতুমতী নারীদের মন্দিরে প্রবেশ আটকিয়ে দিচ্ছেন।

"আমাদের মণ্ডপ জুড়ে আছে চিকিৎসক বা শিক্ষিকা বা যুদ্ধবিমান চালক নারীদের হাতে আঁকা ছবি। আরও রয়েছে আমাদের পাড়ারই অনেক নারীর মুখের ফটো, যারা নিজেদের 'গর্বিত ঋতুমতী' বলছেন। যোনিকে পবিত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে," বলছিলেন মিজ সাহা।

আবার এমন একটি শিল্পকর্ম রয়েছে মণ্ডপের মাঝখানে, যা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এক নারী ঋতুচক্র সম্বন্ধীয় কুসংস্কারগুলিকে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন।

বন্ধুদের সঙ্গে ওই মণ্ডপে এসেছিলেন কলেজ ছাত্রী শ্রীপর্ণা মুখার্জি। তিনি বলছিলেন, "এরকম একটা থিম খুবই জরুরি। এখনও বহু মানুষ পিরিয়ডের সময়ে কী কী স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা উচিত সেগুলো যেমন জানে না, তেমনই পুজো করতে না দেওয়ার মতো কুসংস্কারও এখনও অনেকেই মেনে চলেন। পিরিয়ড নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলেই ওগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।"

আবার এক শিক্ষিকা মানসী সাহা-সরকার বলছিলেন, "ব্যাপারটা পুরোটাই তো বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানকে তো মেনে নিতেই হবে। তার সঙ্গে কুসংস্কারকে জড়িয়ে ফেললে তো চলে না।

আমরা যদি মনে করি যে ঈশ্বরের কাছে যাব, সেখানে আমার শরীরের পবিত্রতাটাই বড় কথা, সেখানে ঋতুচক্র একটা ফ্যাক্টর হয়ে ওঠার কথা নয়।'

শুধু নারী নয়, পুরুষও হতে পারে 'অশুচি'

পিরিয়ডের সময়ে পুজো করা যাবে না, সেই সময়টায় নারীরা অশুচি, অর্থাৎ নোংরা থাকেন, এইসব ধারণা কোথা থেকে এল? হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গ বৈদিক অ্যাকাডেমির সচিব নবকুমার ভট্টাচার্য বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, শাস্ত্রে কোথাও ঋতুচক্র নিয়ে কিছু বলা নেই। যেটা রয়েছে তা হল ক্ষতাশৌচ বলে একটি শারীরিক অবস্থা নিয়ে কিছু নির্দেশ।

"শরীর থেকে রক্তপাত হলে সেই সময়ে অশুচি হয়ে যায় মানুষ। সেটাই ক্ষতাশৌচ।" "নারী পুরুষ নির্বিশেষে ক্ষতাশৌচ অবস্থা চলাকালীন কোনও ধরনের পুজো অর্চনার কাজে নিষেধ রয়েছে শাস্ত্রে। পুরুষদের যদি দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে যায়, তাহলেও সে ক্ষতাশৌচের অবস্থায় চলে যায় এবং পুজো করতে পারে না। একইভাবে নারীদের মাসিকের সময়ে যেহেতু রক্তপাত হয়, তাই তারাও ক্ষতাশৌচে পড়ে যান, ব্যাখ্যা করছিলেন মি. ভট্টাচার্য। তার কথায়, ক্ষতাশৌচের মধ্যে দুর্গাপুজো সহ কোনও পুজোই করার অনুমোদন নেই শাস্ত্রে।

"তাই কোনও সর্বজনীন পুজো যদি এরকম আহ্বান করে থাকে যে রজঃস্বলা নারীরা তাদের পুজোয় গিয়ে অঞ্জলি দিতে পারবেন, সেটা শাস্ত্র সম্মত নয়," বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

কিন্তু নারীদের ঋতুচক্রের সময়ে যে রক্ত নিঃসরণ হয়, সেটা তো কোনও চোট আঘাতের কারণে নয়। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এটি।

'সেই রক্তপাতও কীভাবে চোট-আঘাতের রক্তপাতের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে?'

পুজো নয় কেন? শাস্ত্র অনুযায়ী ক্ষতাশৌচ তিন দিন ধরে চলার কথা।

কিন্তু কেন তিন দিনের উল্লেখ, কেন কোনও নারী যতদিন রজঃস্বলা থাকবেন, ততদিনই তাকে দূরে সরিয়ে রাখার বিধান দেয় না হিন্দু শাস্ত্র?

অধ্যাপিকা ও লেখিকা রোহিনী ধর্মপাল ব্যাখ্যা করছিলেন, "আমি নিজে পুজো অর্চনায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু মনু সংহিতায় যেখানে তিন দিন অশৌচ পালন করার বিধি রয়েছে, সেটা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে ঋতুস্রাব নিঃসরণ সবথেকে বেশি হয় তিনদিন ধরে। তাই ওই তিন দিন শুধু পুজো অর্চনা নয়, সব কাজ থেকেই নারীদের সরিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে।"

"ঋতুচক্রের সময়ে নারীদের শরীর দুর্বল হয়ে যায় আর তিনদিন সবথেকে বেশি নিঃসরণের ফলে ওই তিনদিন বেশি করে বিশ্রাম দরকার।" তিনি বলছেন, "উদ্দেশ্যটা সম্ভবত ছিল ঋতুচক্রের সময়ে নারীদের বিশ্রাম দেওয়া। তাই পুজো, রান্না সহ সংসারের সব কাজ থেকে দূরে রাখার কথা বলা হয়েছিল।" "এটা ঠিকই যে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে রজঃস্বলা নারীদের সব শারীরিক কষ্টগুলো আটকানো যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো যতদিন পিরিয়ড চলবে, ততদিনই বিশ্রাম দেওয়া উচিত নারীদের," বলছিলেন মিজ ধর্মপাল।

তার আরও প্রশ্ন, "আজকাল যদি পিরিয়ডের সময়ে সবধরনের কাজ করতে পারি, তাহলে পুজো কেন করা যাবে না?"

# নবাব সিরাজউদ্দৌলা: যার নির্মম হত্যার পর ভারতে ইংরেজদের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়

রেহান ফজল

২৩শে জুন, ১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তার রাজধানী প্রায় ৫০ মাইল দূরে - মুর্শিদাবাদে। সারা রাত উটের পিঠে চেপে পরের দিন ভোরেই সিরাজ পৌঁছেছিলেন রাজধানীতে। মীর জাফর আর রবার্ট ক্লাইভ তখনও পলাশীর প্রান্তরেই রয়েছেন। পরের দিন সকালে রবার্ট ক্লাইভ একটি চিরকুট পাঠালেন মীর জাফরের কাছে। লেখা ছিল: 'এই জয়ের জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এই জয় আমার নয়, আপনার। আশা করি আপনাকে নবাব ঘোষণা করতে পেরে নিজে সম্মানিত হতে পারব।'

এই চিরকুট পাঠানোর আগে, যুদ্ধ জয়ের পরের দিন সকালেই মীর জাফর গিয়েছিলেন ইংরেজদের শিবিরে, রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুটা পরিশ্রান্ত, কিছুটা চিন্তিত লাগছিল তাকে।

ইংরেজ সৈনিকরা তাকে নিয়ে গিয়েছিল কর্নেল ক্লাইভের তাঁবুতে। রবার্ট ক্লাইভ তখনও লর্ড হননি, কর্নেল ক্লাইভ তিনি তখন। ক্লাইভ মীর জাফরকে বললেন, 'আপনার এখনই রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হওয়া উচিত। শহরটা নিজের কব্জায় করে ফেলুন। আপনার সঙ্গে কর্নেল ওয়াটসও যাবেন।'

ক্লাইভ তার নিজের সেনাদের নিয়ে পেছনে পেছনে চললেন। আরো পড়তে পারেন সিরাজ যে দূরত্ব এক রাতের মধ্যে পার করেছিলেন, সেই ৫০ মাইল পেরুতে ক্লাইভ আর তার বাহিনীর লেগে গেল তিন দিন। রাস্তার নানা জায়গায় তোপ দাগার ফলে গর্ত, ভেঙ্গে পড়া গাড়ি আর সিরাজউদ্দৌলার সৈনিক আর ঘোড়ার মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিল।

স্যার প্যান্ডেরল মুন তার "দা ব্রিটিশ কনকোয়েস্ট অ্যান্ড ডোমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া" বইটিতে লিখছেন, 'ক্লাইভের ২৭শে জুনই মুর্শিদাবাদে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জগৎ শেঠ তাকে বলেছিলেন যে ক্লাইভকে হত্যার পরিকল্পনা হচ্ছে। সেজন্যই আরও দু'দিন পর, ২৯ তারিখে ক্লাইভ শহরে পৌঁছান। 'মীর জাফর শহরের প্রধান ফটকে অপেক্ষা করছিলেন ক্লাইভকে স্বাগত জানানোর জন্য। দু'জনেই একসঙ্গে শহরে ঢুকেছিলেন।

রবার্ট ক্লাইভই মীর জাফরকে মসনদে বসিয়ে নতুন নবাবকে স্যালুট করেছিলেন। এরপরে তিনি ঘোষণা করেন মীর জাফরের শাসনে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবে না কোম্পানি। শুধু নিজেদের ব্যবসার দিকেই তাদের নজর থাকবে। তারপর থেকে ১৮০ বছর ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব চালিয়েছে ইংরেজরা।

রাতারাতি ইউরোপের সবচেয়ে ধনীদের একজন হয়ে ওঠেন ক্লাইভ

সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষ থেকে পাঁচ কোটি টাকা পেয়েছিলেন ক্লাইভ। তার আশা ছিল তিনি আরও বেশি পাবেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার উইলিয়াম ডালরিম্পল তার বই 'দা অ্যানার্কি'তে লিখেছেন: 'এই যুদ্ধ জয়ের জন্য ক্লাইভের পাওনা হয়েছিল দুইলাখ ৩৪ হাজার পাউন্ড। এছাড়া জমিদারীর মালিক হিসাবে প্রতিবছর ২৭ হাজার পাউন্ড পাওয়ার কথা ছিল। যদি এই বিপুল অর্থ তিনি সত্যিই পেতেন, তাহলে মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই রবার্ট ক্লাইভ হঠাৎই ইউরোপের সবথেকে ধনী ব্যক্তিদের একজন হতে পারতেন। রাত তিনটায় ছদ্মবেশে পালালেন সিরাজ যখন লুটের ভাগ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন ক্লাইভ, মীর জাফরের ছেলে মীরান তখন গোটা বাংলায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাজধানী থেকে পালিয়ে যাওয়া সিরাজউদ্দৌলাকে।

'সিরাজউদ্দৌলা সাধারণ মানুষের বেশে রাজধানী থেকে বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে আছেন কিছু বিশ্বাসভাজন আত্মীয়স্বজন, আর কয়েকজন হিজড়া। রাত তিনটের সময়ে স্ত্রী লুৎফ- উন-নিসা আর কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে ঢাকা দেওয়া গাড়িতে বসানো হল। সোনা জহরত যতটা সম্ভব নিয়ে প্রাসাদ ছাড়লেন সিরাজ,' ইতিহাসবিদ সৈয়দ গুলাম হুসেইন খান লিখেছেন ফারসি ভাষায় লেখা "সিয়ারুল মুতাখিরী" বইতে। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রথমে ভগবানগোলা গিয়েছিলেন সিরাজ। দিন দুয়েক পরে, কয়েকবার বেশভূষা বদল করে পৌঁছিয়েছিলেন রাজমহলের কাছে। তিন দিন ধরে কিছু খাওয়া হয়নি, তাই একটু বিরতি নিয়েছিলেন সবাই।

রান্না করা হয়েছিল খিচুরি। আরো পড়তে পারেন এক ফকিরের দেওয়া খবরে গ্রেপ্তার হলেন সিরাজ ওই এলাকাতেই থাকতেন শাহ দানা নামের এক ফকির। সে-ই গোপনে খবর দিয়ে দেয় যে সিরাজউদ্দৌলা সেখানে আছেন। এ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল মীর জাফর, মীরানরা। দিনরাত এক করে যার খোঁজ চলছে গোটা বাংলায়, সেই সিরাজ এত কাছে রয়েছেন!

খবর পেয়েই মীর জাফরের মেয়ে জামাই মীর কাশিম সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে করে নদী পার করে ঘিরে ফেললেন গোটা এলাকা। সিরাজকে দোসরা জুলাই, ১৭৫৭ নিয়ে আসা হল মুর্শিদাবাদে। রবার্ট ক্লাইভ তখনও সেখানেই ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে শহরে আসার আগেই ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ামে কোম্পানির দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

লিখেছিলেন, 'আমি আশা করব মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন একজন নবাবের প্রতি মীর জাফর সেই শিষ্টাচারটা দেখাবে, যা এই পরিস্থিতিতে দেখানো সম্ভব।' ওই চিঠি পাঠানোর দু'দিন পরে আরেকটি চিঠি লিখেছিলেন ক্লাইভ। 'সিরাজউদ্দৌলা এই পৃথিবীতে আর নেই। নবাব মীর জাফর হয়তো সিরাজউদ্দৌলাকে কিছুটা দয়া দেখাতেন। কিন্তু মীরান মনে করলেন, দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য সিরাজউদ্দৌলাকে মারতেই হবে। তাকে (সিরাজউদ্দৌলাকে) গতকাল সকালে খোশবাগে কবর দেওয়া হয়েছে,' ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠিতে লিখেছিলেন কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। তেসরা জুলাই সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলার শেষ সময় "আ হিস্ট্রি অব দা মিলিটারি ট্র্যান্স্যাকশনসঅব দা ব্রিটিশ নেশন ইন ইন্দোস্তান" বইতে রবার্ট ওরমে বর্ণনা দিয়েছেন সেই দিনটার। পদচ্যুত নবাবকে মাঝ রাতে হাজির করা হল মীর জাফরের সামনে। ওই রাজমহলেই কদিন আগেও বাস করতেন সিরাজউদ্দৌলা। মীর জাফরের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণভিক্ষা করেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। সেপাইরা মহলের অন্য দিকে নিয়ে গেল সিরাজউদ্দৌলাকে। ওদিকে মীর জাফর তার পারিষদদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কী করা উচিত, তা নিয়ে। তাদের কাছে তিনটে পথ খোলা ছিল: হয় তাকে মুর্শিদাবাদেই বন্দী করে রাখা হোক, অথবা দেশের বাইরে অন্য কোথায় কয়েদ করা হোক। তৃতীয় বিকল্প ছিল প্রাণদণ্ড। অনেকেই চেয়েছিলেন সিরাজকে বন্দী করে রাখতে। কিন্তু মীর জাফরের ১৭ বছর বয়সী পুত্র মীরান কড়া বিরোধিতা করেছিলেন। মীর জাফরের নিজস্ব কোনও মতামত ছিল না,' লিখেছিলেন রবার্ট ওরমে। তারপরের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ইতিহাসবিদ সুদীপ "প্ল্যাসি: দা ব্যাটল দ্যাট চেঞ্জড দা কোর্স অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি"তে।

মীর জাফর যেহেতু নিজস্ব কোনও মতামত দেননি সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে কী করা হবে, ত দল সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার। মোহম্মদী বেগের আরেকটা নাম ছিল লাল মোহম্মদ। 'মীরান তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে যখন সিরাজউদ্দৌলার কাছে গেল, তখনই সিরাজ বুঝে গিয়েছিলেন কী হতে চলেছে এরপর।' তিনি আবেদন করলেন মেরে ফেলার আগে যেন তাকে ওজু করে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। নিজেদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদে হত্যাকারীরা সিরাজের মাথায় এক ঘড়া জল ঢেলে দেয়। তিনি যখন বুঝলেন যে ঠিকমতো তাকে ওজু করতে দেওয়া হবে না, তখন তিনি খাওয়ার জন্য একটু পানি দিতে বললেন,' লিখেছেন সৈয়দ গুলাম হুসেইন খান। 'ঠিক তখনই মোহাম্মদী বেগ ছুরি দিয়ে সিরাজের ওপরে প্রথম আঘাতটা হানলেন। ছুরির আঘাত হানা হতেই বাকিরা তলোয়ার দিয়ে হামলা চালায় সিরাজের ওপরে। ***ক্রশমঃ***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# মুখ্য দ্বৈতকরণ প্রকল্পগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন



মালিগাঁও, ২৮ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) দুটি দ্বৈতকরণ প্রকল্প অর্থাৎ নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া প্রকল্প এবং নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া প্রকল্পের নির্মাণকার্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই দ্বৈতকরণ প্রকল্পগুলি জোনের জন্য রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে এবং ট্রেন পরিচালন দ্রুত ও আরও অধিক বিশ্বস্ত করে তুলবে।

নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া প্রকল্পটি মোট ১৪২.৯৭ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। নিউ বঙাইগাঁও-সরভোগ, বরপেটা রোড-নলবাড়ি এবং বাইহাটা-আগিয়াঠুরি সেকশনের আওতাভুক্ত মোট ১০২.৭৭ কিলোমিটার, যা সফলভাবে সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং ট্রেন পরিষেবার জন্য চালু করা হয়েছে। সরভোগ-বরপেটা রোডের মধ্যে এবং নলবাড়ি-বাইহাটার মধ্যে অবশিষ্ট সেকশনের দৈর্ঘ্য মোট ৪০.২০ কিলোমিটার, যা বর্তমানে সম্পূর্ণ হওয়ার অগ্রিম পর্যায়ে রয়েছে। এমনকি, সরভোগ-বরপেটা রোড সেকশনের সিআরএস পরিদর্শনও খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সেকশনগুলি চলতি আর্থিকবর্ষের মধ্যে চালু করা হবে, যা এই অঞ্চলের মধ্যে রেল সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হবে।অতিরিক্তভাবে, নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে, যা মোট ১৭৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। নিউ বঙাইগাঁও-আজারা সেকশনটিতে মোট ১৬২.৮০ কিলোমিটার দূরত্ব আওতাভুক্ত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই অংশে ট্রেন পরিষেবাও চালু হয়ে গেছে। ১৩.২০ কিলোমিটারেরও অধিক সম্প্রসারিত আজারা-কামাখ্যার মধ্যে সেকশনটির চূড়ান্ত পরিকল্পনা এবং সম্প্রসারণ কার্যও অগ্রগতির পথে রয়েছে, যা ২০২৭-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ কামাখ্যা জংশনের রেল পরিষেবার দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই অঞ্চলের রেলওয়ে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা।উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও উন্নত করতে একাধিক মুখ্য পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করেছে, যার লক্ষ্য হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা ও অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করা।

## নন্দীগ্রামে বিজেপি কার্যকর্তাদের নিয়ে পদযাত্রায় শুভেন্দু

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): বিজেপি-র ডাকা রাজ্যব্যাপী বনধের সমর্থনে নন্দীগ্রামে বিজেপি কার্যকর্তাদের পাশাপাশি হাঁটলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার তিনি প্রাসঙ্গিক ভিডিয়ো-সহ এক্সবার্তায় লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযান চলাকালে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করা আন্দোলনকারীদের ওপর গ্যাস ও জলকামান চালানো হয়েছে। আর জি কর তদন্তকে লাইনচ্যুত করার এবং জঘন্য অপরাধের অপরাধীদের রক্ষা এবং লাগাতার লাঠি এবং নৃশংস বলপ্রয়োগ, কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার করার জন্য রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতার চেষ্টার বিরুদ্ধে বিজেপি-র এই প্রতিবাদ।"

## ভূমিধসের জেরে বন্ধ মুসৌরি যাওয়ার একটি রাস্তা, বিকল্প পথ ব্যবহারের আবেদন প্রশাসনের

মুসৌরি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ভূমিধসের জেরে সিয়া গ্রামের (তেহরি গাড়ওয়াল) কাছে কেম্পটি থেকে মুসৌরি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। জানা গেছে, প্রবল বর্ষণে মুসৌরি থেকে কেম্পটি পর্যন্ত রাস্তার একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারফলেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্কতা অবলম্বনের কথা জানানো হয়েছে। দেরাদুনের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পর্যটক ও যাত্রীদের এই পথ ব্যবহার না করার জন্য জানানো হয়েছে। তাঁরা যেন বিকল্প পথ ব্যবহার করেন, সে কথাও বলা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। তবে কবে তা আবার স্বাভাবিক হবে, জানা যায়নি।

## বনধের দিনে হাওড়ায় হেলমেট পরলেন বাস চালক

হাওড়া, ২৮ আগস্ট (হি.স.): বুধবার ১২ ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এই বাংলা বনধকে সফল করতে এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় নামেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এই বনধের মধ্যেই দেখা গেল হাওড়ায় হেলমেট পরে বাসে চালকের আসনে বসেন এক বাসের চালক।

## উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের অংশিদারিত্ব-অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে জল বৈদ্যুতিক প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের অংশিদারিত্ব অংশগ্রহণের বা ইকুইটিতে অংশ নেবার সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা (সিএফএ) প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রকের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩১-৩২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৪.১৩৬ কোটি টাকা এই প্রকল্পে বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াটের একটি ক্রমবর্ধমান জলবিদ্যুৎ ক্ষমতা প্রদান করা হবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রকের মোট ব্যয় থেকে উত্তর পূর্ব অঞ্চলের জন্য ১০ শতাংশ গ্রস বাজেটারি সাপোর্ট (জিবিএস) এর মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রকের উদ্যোগে গৃহীত এই প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের সাথে একটি কেন্দ্রীয় পিএসইউ-এর সমস্ত প্রকল্পের জন্য একটি যৌথ উদ্যোগ।

পুর্বত্তরের রাজ্য সরকারগুলোর ইক্যুইটি অংশের প্রতি অনুদান মোট প্রকল্প ইকুইটির ২৪ শতাংশ সীমাবদ্ধ করা হবে যা প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বাধিক হবে ৭৫০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা শুধুমাত্র কার্যকরী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এসনন্তে কোনো এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার সাথে সাথে, হাইড্রো উন্নয়নে রাজ্য সরকারগুলির অংশগ্রহণকে উতাহিত করা হবে এবং ঝুঁকি এবং দায়িত্বগুলি আরও ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করা হবে। রাজ্য সরকারগুলি স্টেকহোল্ডার হওয়ার সাথে সাথে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি হ্রাস পাবে। এটি প্রকল্পগুলির সময় এবং ব্যয়কে এড়াতে পারে।

এই প্রকল্পটি উত্তর-পূর্বের জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিশাল বিনিয়োগ আনবে এবং পরিবহন, পর্যটন, ছোট-বড় ব্যবসার মাধ্যমে পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির বিকাশ ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (আই এন ডি সি) আদায়ের দিকেও অবদান রাখবে এবং জলবিদ্যুৎের উতগুলির একীকরণে সাহায্য করবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় গ্রিডের নমনীয়তা, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

ভারত সরকার জলবিদ্যুৎ উন্নয়নে বাধা সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলি মোকাবেলায় বেশ কিছু নীতিগত উদ্যোগ নিচ্ছে। জলবিদ্যুৎ খাতকে উন্নীত করতে এবং এটিকে আরও কার্যকর করার জন্য ২০১৯ এর ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে নবায়নযোগ্য শক্তির উত হিসাবে ঘোষণা করে।

## বাড়ি থেকে আটক বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): বিজেপি-র বনধকে কেন্দ্র করে বুধবার কোলে মার্কেটে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। সম্মুখসমর হয় বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ ও তৃণমূলের মধ্যে। পুলিশের সামনেই ধস্তাধস্তি, উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ বাড়ি থেকে আটক করে সজল ঘোষকে নিয়ে যায়।

অশান্তিতে উসকানি দেওয়া, জোর করে দোকান বন্ধ করানোর মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে সজলের বিরুদ্ধে। তবে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে। প্রমীলা বাহিনী ঘিরে ছিল তাঁকে। শেষমেশ তাঁদের সরিয়ে দিয়ে পুলিশ বিজেপি কাউন্সিলরকে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। কেন এভাবে আটক করা হল? প্রশ্ন তুলে নতুন করে প্রতিবাদে নামে বিজেপি।

এদিন একদিকে হাতজোড় করে বনধে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাতে দেখা যায় বিজেপি কাউন্সিলরকে। অন্যদিকে, তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় একাংশ। শামিল হন ব্যবসায়ীরাও। "ওষুধের দোকান বন্ধ করতে বলা কোন ধরনের রাজনীতি" বলে বিক্ষোভ থেকে আওয়াজ তোলেন কেউ কেউ। সব মিলিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়ায় সেখানে।

এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতজোড় করে শান্তিপূর্বক দোকান বন্ধ করার কথা বলছিলেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছিলেন তিনি। ঘুরতে ঘুরতে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তিনি কোলে মার্কেটে আসেন। সেই সময় একটি ওষুধের দোকানে শাটার বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়।

ব্যবসায়ীরা সজল ঘোষকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। সেই সময় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, "সজল ঘোষ তোলাবাজ। যে মানুষ ওষুধের দোকান বন্ধ করে সে সমাজের বিরোধী।" বিজেপি কাউন্সিলর জোরজবরদস্তি করে ওষুধের দোকান বন্ধ করছিলেন বলে অভিযোগ।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে সজলকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা হাতজোড় করে অনুরোধ করছি। গায়ের জোর দেখাইনি। আপনারাও এই বনধে শামিল হন। হাত জোড় করে অনুরোধ করছি।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। সেই সময় নিরাপত্তাপরক্ষীরা তাঁকে ঘিরে রাখেন। মুচিপাড়া থানার পুলিশও তাঁকে বের করে আনার চেষ্টা করেন। একাংশ বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে তাঁর পাল্টা অভিযোগ, এরা সমাজবিরোধী। এরা ধর্ষকের সমর্থক। এর পর সজল বাড়ি চলে গেলেও অশান্তি চলতে থাকে। পুলিশ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।

## পশ্চিমবঙ্গে মা, মাটি ও মানুষ নিরাপদ নয় : শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): আর জি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে মা, মাটি ও মানুষ এখন নিরাপদ নয়। শেহজাদ বুধবার বলেন, 'এটা এখন স্পষ্ট যে "একনায়ক দিদি"-র অধীনে- মা, মাটি, মানুষ নিরাপদ নয় এবং শুধুমাত্র "ধর্ষক, "বোমাবাজ" নিরাপদ। গতকাল আমরা প্রতিটি প্রচেষ্টা দেখেছি।উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় গুলি চালানো ঘটনায় শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, বিজেপি নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে, আহত হয়েছেন আমাদের নেতা। গতকাল নবান্ন অভিযানের সময় সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ারও নিন্দা করেছেন শেহজাদ।

## শিলিগুড়িতে এনবিএসটিসির বাসে ভাঙচুর, গ্রেফতার ৮

শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বিজেপির ডাকা বনধ সফল করতে বুধবার সকাল থেকে শিলিগুড়িতে পথে নামেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। তাঁরা মিছিল করেন। দোকানপাট বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে হামলার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় জংশন এলাকায়। পুলিশ ৮ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালের দিকে বাসটি যাত্রী নিয়ে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের দিকে আসছিল। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি কর্মীরা পাথর ছুড়ে ওই বাসের সামনের কাচ ভেঙে দেন। যদিও ঘটনায় যাত্রীদের কেউ চোট পাননি বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে প্রধান নগর থানার পুলিশ এলাকায় হাজির হয়ে ওই বিজেপি কর্মীদের সরিয়ে দেয়। এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও।

## 'পুলিশ ও তৃণমূল গুন্ডাদের বিষাক্ত ককটেল' নিয়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): "পুলিশ ও তৃণমূল গুন্ডাদের বিষাক্ত ককটেল বিজেপিকে ভয় দেখাতে পারবে না।" বুধবার প্রাসঙ্গিক ভিডিয়ো-সহ এক্সবার্তায় লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার তিনি লিখেছেন, "ভাটপাড়ায় বিশিষ্ট বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের গাড়িতে গুলি চালাচ্ছে টিএমসির গুণ্ডা। গাড়ির চালক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং টিএমসি বিজেপিকে রাস্তায় নামানোর চেষ্টা করছে। বনধ সফল হয়েছে এবং লোকেরা এটিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছে।"

প্রসঙ্গত, ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রিয়াঙ্গু পান্ডে যুব কংগ্রেসের জেলা অধ্যক্ষ, জেলা সচিব, মহাসচিব এবং রাজ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপরেই ২০১০ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার পর তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার রাজ্য কার্যসমিতির সদস্য হন। ২০২১ সালে তিনি ফিরে যান তৃণমূলে এবং সেখানে নিজের কার্যভার দায়িত্বের সাথে পালন করতে থাকেন। এবছর ফের ভোটের আগে ফিরে আসেন বিজেপি---তে। বুধবার সকালে তিনিই ভাটপাড়ায় নিজের গাড়িতে আক্রান্ত হন।

# পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টে মোট জমা অর্থ ২,৩১,২৩৬ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট যে "প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা"র (পিএমজেডিওয়াই) সূচনা করেছিলেন, তা আজ সফলভাবে এক দশক পূর্ণ করছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি। অর্থমন্ত্রক তার আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রান্তিক অংশের মানুষ এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ এই উপলক্ষে তাঁর বার্তায় বলেছেন, "সকলের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার পরিষেবাগুলিতে সহজ প্রবেশাধিকার অপরিহার্য। এটি দরিদ্রদের অর্থনৈতিক মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রান্তিক অংশের মানুষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প, বীমা এবং ঋণ সুবিধা সহ সমস্ত সর্বজনীন, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং আনুষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা' গত এক দশকে দেশের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক প্রেক্ষাপটকে বদলে দিয়েছে।"

শ্রীমতী সীতারমণ বলেন, "এই কর্মসূচির সাফল্য একটি বিষয়েই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'জনধন অ্যাকাউন্ট' খোলার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৫৩ কোটি মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়ে গেছে। এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলোতে ২.৩ লক্ষ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে এবং এর জন্য ৩৬ কোটিরও বেশি 'রুপে কার্ড' বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে, যে কার্ড ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমাও প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কোনও ধরনের ফি বা শুল্ক অথবা রক্ষণাবেক্ষণ ফি নেওয়া হয় না এবং এই ধরনের অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই।"

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, "এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, জনধন একাউন্টের ৬৭ শতাংশ অ্যাকাউন্টই গ্রামীণ বা মফস্বল এলাকায় খোলা হয়েছে এবং ৫৫ শতাংশ অ্যাকাউন্ট মহিলারা খুলেছেন।"

শ্রীমতী সীতারমন বলেন, "জনধন একাউন্ট মূলত মোবাইল এবং আধারকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সম্মতি-ভিত্তিক প্রক্রিয়া, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির-বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এটি যোগ্য সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধাগুলি দ্রুত, নির্বিঘ্ন এবং স্বচ্ছভাবে স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছে এবং ডিজিটাল পেমেন্টকে উতাহিত করেছে।"

কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি এ উপলক্ষে তাঁর বার্তায় বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নয়, এটি একটি রূপান্তরমূলক অভিযান যা ব্যাঙ্ক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সমস্ত মানুষকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করেছে এবং তাঁদের মধ্যে আর্থিক সুরক্ষার চেতনা জাগিয়ে তুলেছে।"

শ্রী চৌধুরি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালে তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রতিটি পরিবারের একটি করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত এবং প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের বীমা ও পেনশন কভারেজ থাকা উচিত। দেশজুড়ে বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে আজ আমরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি। এর ফলে সারা দেশে বীমা ও পেনশন কভারেজ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।"

পঙ্কজ চৌধুরি বলেন, "সমস্ত অংশীদার, ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের সহায়তায় আমরা এখন আরও আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছি। দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে গেম চেঞ্জার হিসাবে 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা শুধুমাত্র 'মিশন মোড অফ গভর্নেন্সে'র একটি উদাহরণ নয়, বরঞ্চ এর মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে সরকার কী অর্জন করতে পারে, সেটাকেও প্রতিফলিত করে।"

'পিএমজেডিওয়াই' ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে একটি প্রাথমিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রদান করে। এই অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টে কোনও ব্যালেন্স রাখার প্রয়োজন নেই এবং এই অ্যাকাউন্টের জন্য কোনও ফি' নেওয়া হয় না। ডিজিটাল লেনদেনের প্রচারের জন্য এই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে একটি বিনামূল্যে 'রুপে ডেবিট কার্ড'ও দেওয়া হয়। এই রুপে ডেবিট কার্ডে ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমাও দেওয়া হয়। 'পিএমজেডিওয়াই' অ্যাকাউন্টধারীদের জরুরি পরিস্থিতিতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে।

গত এক দশকে 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'র আওতায় যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তা কার্যকরভাবে রূপান্তরমূলক এবং দিকনির্দেশক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের প্রান্তিক ব্যক্তি অর্থাৎ দরিদ্রতম ব্যক্তির কাছেও আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'র অধীনে খোলা অ্যাকাউন্টগুলি শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেই সহায়ক হিসাবে প্রমাণিত হয়নি, বরং নিরবচ্ছিন্ন লেনদেন এবং সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবেও কাজ করেউ যার ফলে কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্য সুবিধাপ্রাপকদের কাছে ভর্তুকি বা সহায়তার অর্থ সহজে প্রদান করা যায়। এছাড়াও এই অ্যাকাউন্টগুলি 'জন সুরক্ষা প্রকল্পে'র (মাইক্রো বিমা প্রকল্প) মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে জীবন ও দুর্ঘটনা বিমা প্রদান করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

জনধন, আধার এবং মোবাইল (জেএএম) এই তিনটি বিষয়ের জন্যও 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং কোনোরকম ক্ষতি ছাড়াই ভর্তুকি বিতরণের একটি কাঠামো হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। জেএএম-এর মাধ্যমে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের আওতায় সরকার সফলভাবে ভর্তুকি ও সামাজিক সুবিধাগুলি সুবিধাবঞ্চিতদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি হস্তান্তর করছে।

"প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা" গত ১০ বছরে সফল রূপায়ণের ফলে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পিএমজেডিওয়াই-এর প্রধান সাফল্যগুলি হলঃ

(ক) পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টের সংখ্যাঃ ৫৩.১৩ কোটি (১৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় মোট ৫৩.১৩ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫.৬ শতাংশ (২৯.৫৬ কোটি) জনধন অ্যাকাউন্টধারী হচ্ছেন মহিলা এবং ৬৬.৬ শতাংশ (৩৫.৩৭ কোটি) জনধন অ্যাকাউন্ট গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকা গুলোতে রয়েছে।

(খ) পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থরাশি: ২.৩১ লক্ষ কোটি টাকা (১৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) "প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা"র আওতায় খোলা অ্যাকাউন্টগুলোতে মোট ২,৩১, ২৩৬ কোটি টাকা জমা হয়েছে। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসের তুলনায় এখন ২০২৪ সালের আগস্ট মসে এই অ্যাকাউন্টগুলির সংখ্যা ৩.৬ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এই একাউন্টগুলোতে থাকা আমানতের পরিমাণ প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টে গড় আমানত ৪,৩৫২ টাকা (১৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'র আওতায় খোলা অ্যাকাউন্ট-প্রতি গড় আমানত ১৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখের হিসেবে ৪,৩৫২ টাকা। প্রতি অ্যাকাউন্টে ২০১৫ সালের আগস্টের তুলনায় গড় আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে ৪অ গুণ। গড় আমানতের এই বৃদ্ধি অ্যাকাউন্টের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং অ্যাকাউন্টধারীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস বিকশিত হওয়ার একটি ইঙ্গিত।

(ঘ) পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টধারীদের দেওয়া রুপে কার্ডঃ ৩৬.১৪ কোটি (১৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'র আওতায় খোলা অ্যাকাউন্টগুলোর ক্ষেত্রে ৩৬.১৪ কোটি রুপে কার্ড দেওয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই 'রুপে কার্ডে'র সংখ্যা ও ব্যবহার বেড়েছে।

'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'র আওতায় ৩৬.০৬ কোটিরও বেশি রুপে ডেবিট কার্ড প্রদান, ৮৯.৬৭ লক্ষ পিওএস/এমপিওএস মেশিন স্থাপন এবং 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'র আওতায় ইউপিআই-এর মতো মোবাইল ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম চালু হওয়ার ফলে মোট ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২,৩৩৮ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৬,৪৪৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ইউপিআই আর্থিক লেনদেনের মোট সংখ্যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাত্র ৫৩৫ কোটি ছিল, তা থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,১১৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে, পিওএস এবং ই-কমার্সের ক্ষেত্রে রুপে কার্ড লেনদেনের মোট সংখ্যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৬৭ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৬.৭৮ কোটি হয়েছে।

পিএমজেডিওয়াই-এর সাফল্য এর মিশন-মোড পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণমূলক সহায়তা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণের জন্য আধারের মতো ডিজিটাল সরকারি পরিকাঠামোর গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' মানুষকে সঞ্চয় করতে সক্ষম করেছে। একই সঙ্গে এই একাউন্ট থাকার ফলে, যাদের লেনদেনের কোনও আনুষ্ঠানিক রেকর্ড ছিল না, তাঁরা এখন তাঁদের সঞ্চয়ের ধরণ দেখাতে পারবেন, যা তাঁদের ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য করে তুলবে। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হল মুদ্রা ঋণ বরাদ্দ। মুদ্রা ঋণের বরাদ্দ আর্থিক বছর ২০১৯ থেকে আর্থিক বছর ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৯.৮ শতাংশের চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হারে বেড়েছে। এই ঋণ গ্রহণের যোগ্য হওয়া এক রূপান্তরকারী বিষয়, কারণ এর মধ্য দিয়ে কোনো ব্যক্তি তাঁর আয় বৃদ্ধি করার ক্ষমতা পানউ

'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' হল বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি। এর রূপান্তরকারী শক্তি এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনা ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

## মহাত্মা অয়ঙ্কলির জন্মদিনে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): মহাত্মা অয়ঙ্কলিকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিতবাবু বুধবার লিখেছেন, "আমি মহাত্মা অয়ঙ্কলিকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে প্রণাম করি। সমাজ সংস্কারের মশাল বাহক, অয়ঙ্কলি জি, মানবতাকে একটি ন্যায় ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করেছেন, বিশ্বের জন্য আদর্শকে ধারণ করেছেন। তাঁর নীতিগুলি বিকশিত ভারত-এর জন্য সামাজিক রূপান্তরের জন্য আমাদের পথপ্রদর্শক আলো হয়ে থাকবে।"

প্রসঙ্গত, অয়ঙ্কলি (২৮ আগস্ট ১৮৬৩ - ১৮ জুন ১৯৪১) ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইন প্রণেতা এবং বিপ্লবী নেতা। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নিপীড়িত জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামের ফলে এমন অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা কেরলের সামাজিক-বাজনৈতিক কাঠামোকে উন্নত করেছে। তাঁর দৃঢ় সংকল্প এবং নিরলস প্রচেষ্টা দলিতদের জীবন বদলে দিয়েছে। তিনি 'পুলায় রাজা' নামে পরিচিত।

# হরেকরকম

## পেঁপে সঙ্গে কোন খাবারগুলি খেলে গ্যাস হতে পারে

শরীরের যত্ন নিতে সব্জি খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। বিশেষ করে পেঁপে খুবই উপকারী। ভিটামিন সি, প্যাপেইনের মতো উপাদান রয়েছে পেঁপেতে, যা হজমে সহায়তা করে। তা ছাড়া সুস্থ থাকতেও তো পেঁপের জুড়ি মেলা ভার। শরীরে জমে থাকা টক্সিন বাইরে বার করে দিতেও পেঁপে উপকারী। পেঁপে খাওয়া নিঃসন্দেহে ভাল, তবে সঙ্গে কিছু খাবার খেলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে।

১) প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রোটিনের অভাবে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু পেঁপের সঙ্গে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার একেবারেই খাবেন না। তাতে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। হজমের সমস্যাও হয়। তাই পেঁপের সঙ্গে মাংস, ডিম এ ধরনের খাবার খাবেন না। একই দিনে না খাওয়াও ভাল। ২) দই খাওয়া তো শরীরের পক্ষে খুবই ভাল। তবে পেঁপের সঙ্গে খাওয়া একেবারেই ভাল নয়। শুধু দই নয়, দুগ্ধজাত যে কোনও খাবারই পেঁপের সঙ্গে না খাওয়া শ্রেয়। এতে পেটে অস্বস্তি হতে পারে, হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে, আরও অনেক শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই সুস্থ থাকতে এই খাবারগুলি একসঙ্গে না খাওয়াই ভাল।

৩) পেঁপেতে ফ্যাটের পরিমাণ একেবারে কম। নেই বললেই চলে। এ বার পেঁপের সঙ্গে যদি ক্রিম, চিজের মতো উচ্চ মাত্রার ফ্যাট সম্পন্ন খাবার খান, তা হলেই মুশকিল। হজম করতে সমস্যা হবে। পেট ভার, পেট ফাঁপার মতো নানা অসুবিধাও দেখা দিতে পারে।

## ওজন কমানোর চেষ্টায় অজান্তেই বাড়ছে রোগের ঝুঁকি?

দুর্গাপুজো আসতে আর মাত্র মাস খানেক বাকি। বছরের আর পাঁচটা সময়ের থেকে এই সময় জিমগুলিতে ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। অল্প সময়ে ওজন ঝরিয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। আর যাঁরা জিমে যান না, তাঁরা বাড়িতেই শুরু করেছেন কড়া ডায়েট। পুষ্টিবিদের

কোনও রকম পরামর্শ ছাড়াই কড়া ডায়েট আর শরীরচর্চা করে হঠাৎ এ মাসের মধ্যেই হয়তো অনেকটা ওজন এক বারে কমে গেল।

আপনার মনে হতে পারে যে বেশ ভালই হল। কিন্তু এমন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ওজন ঝরলে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যাও। হঠাৎ এই ওজনের ঘাটতি নানা ধরনের অসুস্থতার কারণও হয়। জেনে নিন, চটজলদি অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেলার নেশায় কোন রোগ ডেকে আনছেন। ১) দ্রুত ওজন কমতে শুরু করলে লিভারে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। নন- অ্যালকোহলিক ফ্যাটি অ্যাসিডে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে দ্রুত ওজন ঝরানো। ২) পুষ্টির অভাবও ঘটে। কারণ ওজন ঝরানোর সময়ে অনেকেই খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন আনেন। এর জেরে শরীরের ক্যালোরির মাত্রা হঠাৎ অনেকটা কমে যেতে পারে। যার কারণে অপুষ্টিতে ভুগতে পারেন। শরীরের উপর এই পরিবর্তনের ছাপ পড়তে পারে নানা ভাবে।

৩) লো-ক্যালোরি ডায়েট দীর্ঘ দিন মেনে চলার পর আপনার ওজন যদি ঝরতে শুরু করে তা হলে কিন্তু মেদ কমানোর সময়ে বহু ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ে পেশির উপর। ক্যালোরির পরিমাণ খুব কমে গেলে পেশির শক্তি কমতে পারে। যার ফলে পেশির ক্ষয়ও হয় অনেক সময়ে। ৪) লো-ক্যালোরি ডায়েট মেনে চললে তার প্রভাব পড়ে বিপাকহারের উপরেও। বিপাকহার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজের উপরেও। ৫) অল্প সময় অনেকটা ওজন কমিয়ে ফেলার পর পিত্তথলি বা গলব্লাডারে পাথর জমার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। ডায়েটের ফলে অনেক সময় শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায়। ডিহাইড্রেশনের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমের মতো সমস্যা শুরু হয়।

## হোয়াইটহেডস আর ব্ল্যাকহেডস কি আলাদা?

নাম শুনে তো বোঝাই যাচ্ছে একটি কালো আর অন্যটি সাদা। কিন্তু এদের গোত্র এক। মূলত নাকের দু'ধারে এবং ঠোঁটের চারপাশ জুড়ে এদের রাজত্ব। তবে যাঁদের মুখে ব্ল্যাকহেডস হয়, তাঁদের সাধারণত হোয়াইটহেডসের ঝক্কি পোহাতে হয় না। আবার, হোয়াইটহেডস হলেও তাই। ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হলে এই ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়।

কিন্তু এগুলি কেন হয়?

ব্রণ নয়, কিন্তু ব্রণের মতোই দেখতে সাদা বা হালকা হলুদ রঙের উঁচু, দানাযুক্ত হোয়াইটহেডস মূলত নাকের ডগায় কিংবা ঠোঁটের চারপাশে দেখা যায়। ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্র বা ছিদ্রে সেবাম, মৃত কোষ, ধুলোময়লা জমতে জমতে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। অন্য দিকে, চুলের ফলিকলের মুখে সেবাম, মৃত কোষ, ধুলোময়লা জমলে ব্ল্যাকহেডস হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এলে অক্সিডাইজড হয়ে যায়। যার ফলে এই অবাঞ্ছিত জিনিসটির রং কালচে হয়ে যায়। সালোঁয় ফেসিয়াল বা ক্লিনআপ

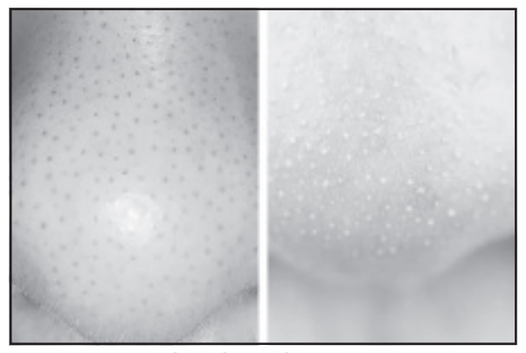

করতে গেলে "পুশার" দিয়ে খুঁচিয়ে ব্ল্যাকহেডস বা হোয়াইটহেডস তোলা যায়। তবে দক্ষ হাত না হলে এবং সঠিক যত্ন নিতে না পারলে সেখান থেকে ওপেন পোরসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে রূপচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ঘরোয়া পদ্ধতিতেও এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়।

১) ত্বকে সেবাম ক্ষরণ এবং ব্যাক্টেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে টি ট্রি অয়েল। নারকেল বা কাঠবাদামের তেলের মধ্যে টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে মাখলে উপকার মিলবে।

২) বেকিং সোডা এক্সফোলিয়েটর হিসাবে দারুণ কাজ করে। ত্বকের ছিদ্রে জমে থাকা মৃত কোষ, ধুলোময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই উপাদান। বেকিং সোডার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে মুখে মেখে নিন। হালকা হাতে ঘষে মুখ ধুয়ে নিলে ত্বক ঝকঝক করবে।

৩) ত্বকের যে কোনও সমস্যার সহজ সমাধান হল অ্যালোভেরা। প্রদাহ হোক বা ব্যাক্টেরিয়ার উপদ্রব, এই ভেষজ কিন্তু দারুণ কাজের। নিয়ম করে অ্যালো ভেরার শাঁস বা জেল মাখতে পারলে এই ধরনের সমস্যা দূর হয়।

## শিশুকে খাওয়ার টেবিলের আদবকায়দা শেখাবেন কী ভাবে?

টেবিলে বসে খাওয়া, খাওয়ার টেবিলের আদবকায়দা ছোট থেকেই শেখালে শিশু স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। সন্তানকে স্বনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে উদ্যোগী মা-বাবাকেই হতে হবে। শিশুর বয়স দু'বছর পেরিয়ে গেলে তখন সকলের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে নিজের হাতে খেতে শেখানো খুব জরুরি। কোন থালায় খাবে, চামচ-ছুরি-কাঁটা চামচের সঠিক ব্যবহার একটু একটু করে শেখালে পরে গিয়ে কোনও সমস্যাই হবে না।

খাওয়া নিয়েও বায়না করবে না শিশু। সকলের সঙ্গে বসে খেলে আর মোবাইল বা গ্যাজেটও চাইবে না।

মনোবিদ অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেছিলেন, "শিশুর মন বুঝতে হবে। যদি খেতে না চায়, তা হলে জোর করে খাওয়ানো ঠিক নয়। নিজেরা যখন খেতে বসছেন, তখন খুদেকে সঙ্গে নিয়ে বসুন। নিজের হাতে খেতে শেখান। খাবার খাওয়া কিন্তু পড়তে বসা নয়। খুদে যেন খেতে বসতে ভয় না পায় সে দিকেও লক্ষ রাখতে হবে।" শিশুকে আলাদা ঘরে খাওয়ালে কোনও দিনই আদবকায়দা শিখবে না। তাই প্রথম থেকেই বাড়ির সকলের সঙ্গে তাকে টেবিলে বসতে শেখানো জরুরি। খুব উঁচু খাবার টেবিল হলে তার পাশেই খুদের জন্য আলাদা ছোট ফিডিং চেয়ার বানিয়ে দিন। সকলে যা খাচ্ছে তা-ই খাওয়াতে হবে

শিশুকে। তবে খুদের রান্নাতে তেলমশলা দেবেন না। এতে কোন পদের পর কী খেতে হয়, সন্তান তা বুঝতে শিখবে। প্রয়োজনে প্রতি পদ বা রান্নার বিশেষত্ব, তা কী ভাবে খেতে হয়, শিশুকে গল্পের মতো করে বোঝান। এতে যদি কোনও পদ তার অপছন্দেরও হয়, তা হলেও তা চেখে দেখার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। খাবার ধীরে ধীরে কী ভাবে চিবিয়ে খেতে হবে তা-ও শেখানো দরকার শিশুকে। অল্প অল্প করে খুদের থালায় খাবার দিয়ে নিজের হাতে খেতে শেখানো জরুরি। খাবার যেন নষ্ট না হয় তা-ও বুঝিয়ে বলতে হবে শিশুকে। খাবার টেবিলে মোবাইল নয়, থালা-বাসন, কাঁটাচামচের ব্যবহার শেখাতে হবে। কোন পদে কী ধরনের চামচ ব্যবহার করতে হয়, মিষ্টি কেন আলাদা পাত্রে খেতে হয়, এ সব ছোট ছোট বিষয় শেখাতে থাকলে টেবিলে বসে খাওয়ার আদবকায়দা শিখে যাবে ছোট থেকেই। এর পর কারও বাড়িতে গেলে বা রেস্তোরাঁয় গেলে, নিজে থেকেই সেই নিয়ম মেনে চলবে।

একটু বড় হলে তাকে পরিবেশন করাও শেখাতে হবে। হয়তো বললেন টেবিলে থালা সাজিয়ে দিতে, গ্লাসে জল ভরে দিতে। যে খাবার পরিবেশন করতে ওর সমস্যা হবে না, সেগুলি আগে দিন। ভুল হলে বকাঝকা না করে ধৈর্য ধরে শিখিয়েও দিতে হবে। খেয়ে উঠে নিজের থালা-বাটি তুলে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখতে হবে, সে অভ্যাসও রপ্ত করানো ভাল। ছেলে হোক বা মেয়ে, কোনও পার্থক্য করলে চলবে না। এতে নিজের কাজ নিজেই করার অভ্যাস তৈরি হবে। ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে হলে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না। রান্না ভাল লাগলে তার প্রশংসা করাও শেখাতে হবে শিশুকে। এতে খুদের মধ্যে সৌজন্যবোধ তৈরি হবে ছোট থেকেই।

## চা খাওয়ারও আছে নিয়ম! না মানলেই বিগড়ে যেতে পারে শরীর

প্রচণ্ড মনখারাপ হোক কিংবা বিগড়ে যাওয়া মেজাজ, এক লহমায় ঠিক হয়ে যাবে চায়ের কাপে চুমুক দিলে।বন্ধুদের সঙ্গে দেদার আড্ডা হোক কিংবা প্রিয়জনের সঙ্গে নিভৃতে গল্পগুজব চা ছাড়া জমে না। সারা দিন কয়েক কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এমনিতে চা খাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু কিছু অভ্যাসে শরীর বিগড়ে যেতে পারে। ১) অফিস থেকে ফিরে গুছিয়ে বসে এক কাপ চা না খেলে ঠিক চাঙ্গা হয় না শরীর। ফিরতে যত রাতই হোক, চা খান অনেকেই। আবার রাত জাগার জন্যেও অনেকে বার বার চা খান। রাত করে চা খাওয়ার অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। চায়ে থাকা থিয়োফাইলিনস মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে দীর্ঘ ক্ষণ। সহজে ঘুম আসতে চায় না। রাতে চা খাওয়ার অভ্যাসে অনিদ্রা রোগ দেখা দিতে পারে। ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত ৩ ঘণ্টার

মধ্যে চা না খাওয়াই শ্রেয় ২) ভারী খাবারের সঙ্গে চা খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকেরা। এতে প্রথমত হজমের একটা গোলমাল দেখা দেয়। তবে সবচেয়ে যে সমস্যাটি হয়, তা হল শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে যায়। ঝুঁকি বাড়ে অ্যানিমিয়ার। লিভারেরও নানা সমস্যা হতে পারে এর ফলে। তাই ভাত, রুটি, বিরিয়ানি এবং অন্য কোনও ভারী খাবারের সঙ্গে চা না খাওয়াই শ্রেয়। ৩) খালি পেটে চা খাওয়ার অভ্যাস ঘরে ঘরে। ঘুম থেকে উঠে চা-এ চুমুক দেন বেশির ভাগই। এতে ঘুম আর আলসেমি কাটলেও অম্বল হওয়ার ঝুঁকি থাকে। খালি পেটে গরম চা খাওয়া একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে পেপটিক আলসার, গ্যাস-অম্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই চায়ের কাপে চুমুক না দিয়ে বরং একটা বিস্কুট খেয়ে তার পর চা খাওয়া ভাল।

## মধ্যরাতে হঠাৎ দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর, কি করবেন জেনে নিন

সারা দিন তেমন কিছু টের পাননি। রাতে ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল খাওয়ার পর হঠাৎ দাঁতের ব্যথা শুরু। গরম জলে কুলকুচি করেও ব্যথা কমছে না। এ দিকে বাড়িতেও ব্যথা কমানোর কোনও ওষুধ নেই। দাঁতে ব্যথা নানা কারণে হতে পারে। কখনও দাঁতের স্নায়ুর মুখগুলি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তখন ঠান্ডা বা গরম খাবার খেলে দাঁত শিরশির করতে পারে।

সেখান থেকে যন্ত্রণা শুরু হতে পারে। অনেক সময় আবার দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো ঢুকে সেখান থেকে দাঁতে সংক্রমণ হতে পারে। সেখান থেকেও যন্ত্রণা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত অ্যাসিডিটির ফলে দাঁত ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলেও যন্ত্রণা হতে পারে। এ ছাড়া কোনও রকম সংক্রমণের কারণেও দাঁতে যন্ত্রণা হতে পারে। যন্ত্রণা হল আর চিকিৎসকের কাছে ছুটলেন, এমনটা সব সময় সম্ভব হয় না। চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতেও সময় লাগে। অথচ এমন যন্ত্রণার চোটে ঘুমোনোই মুশকিল হয়ে যায় অনেকের পক্ষে। তবে ঘরোয়া কিছু টোটকা রয়েছে, যা দিয়ে এমন দাঁতের ব্যথা কিছুটা হলেও ঠেকিয়ে রাখা যায়।

১) দাঁতে বা মাড়িতে কোনও সংক্রমণ হলে রাতে খাবার পর উষ্ণ জলে নুন এবং হলুদ মিশিয়ে কুলকুচি করতে পারেন। অনেক সময়ে দেখা যায় খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে সেখানে সংক্রমণ হয়। এবং তা থেকেই দাঁতের যন্ত্রণা হয়।

২) এক কোয়া রসুন থেঁতো করে অল্প নুনের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে লাগিয়ে রাখুন। খুব বেশি যন্ত্রণা হলে এক কোয়া রসুন চিবিয়ে খান। যন্ত্রণা কমে যাবে।

৩) ওষুধের দোকানে লবঙ্গের তেল কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে যদি তা না থাকে, সে ক্ষেত্রে লবঙ্গ থেঁতো করে বা শিলে বেটে দাঁতের গোড়ায় দিয়ে রাখতে পারেন। লবঙ্গের প্রাকৃতিক তেল ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এই তেলের অ্যানাসথেটিক গুণ থাকে, যা দাঁতের যে স্থানে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই স্থানটিকে অবশ করে দিতে পারে। তাই যন্ত্রণা থেকে ক্ষণিকের আরাম পাওয়া যায়।

৪) এক চিমটে হিং বা আধ চা চামচ হিং গুঁড়ো দুই টেবিল চামচ লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁতে লাগান। এতে খুব তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে।

৫) দাঁতে কিংবা মাড়িতে যন্ত্রণা হলে বরফের সেঁক দিলেও উপকার পাওয়া যায়। তুলো কিংবা সুতির কাপড়ে বরফ মুড়িয়ে যন্ত্রণার স্থানে চাপ দিতে পারেন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট বরফের সেঁক দিতে পারলে যন্ত্রণা কমবে।

## ত্বকের উপর ফুটে ওঠে নীল শিরা-উপশিরা, টান ধরে পেশিতে

মহিলারা বেশি ভোগেন এই রোগে?

প্রাত্যহিক জীবনে যাঁদের পায়ে অত্যন্ত চাপ পড়ে, তাঁদের পায়ের শিরায় এক ধরনের সমস্যা দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে পায়ের শিরা ফুলে গিয়ে গাঢ় নীলচে রঙের রেখা চামড়ার উপরে ফুটে ওঠে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই রোগকে বলা হয় "ভেরিকোজ ভেন"। সাধারণত মহিলারাই বেশি ভোগেন এই রোগে। এর ফলে পা ফুলে যাওয়া, পায়ের পেশিতে টান ধরে যাওয়া, তা ছাড়া পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, চুলকানির মতো সমস্যাও দেখা দেয়।

এই বিষয়ে সিউড়ির সরকারি হাসপাতালের অস্থিরোগের চিকিৎসক সুব্রত গড়াই জানাচ্ছেন, মহিলারা বেশির ভাগ সময়েই পা মুড়ে বসে কাজ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রান্নাও করেন অনেকে। কাজেই পায়ে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিরা ফুলে নীল হয়ে গিয়েছে। বাতের ব্যথা বা আর্থাইটিস ভেবে এড়িয়ে যান অনেকে। পরে গিয়ে যন্ত্রণা আরও বাড়ে। তখন পা অসাড় হয়ে যেতে শুরু করে।

ভেরিকোজ ভেন আসলে কী?

চিকিৎসক জানাচ্ছেন, পায়ের শিরাগুলি সাধারণত দু'টি সারিতে বিভক্ত থাকে। এই শিরাগুলিতে যে রক্তজালক থাকে সেখানে রক্তের

প্রবাহ একমুখী হয়। রক্ত প্রবাহের সময়ে, কোনও কারণে যদি শিরার মধ্যে থাকা রক্তজালিকা ঠিকমতো কাজ না করে, তখন রক্ত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে শিরাগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে ও শিরা ফুলে উঠে। ত্বকের উপর দিয়েও শিরা খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এই রোগকেই বলা হয় ভেরিকোজ ভেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শিরাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

এই রোগের অনেক উপসর্গ রয়েছে। সুব্রত বলছেন, পা ফুলে গেলেই অনেকে ভাবেন, ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা হচ্ছে। যদি দেখা যায়, ত্বকের উপরে গাঢ় বেগনি বা নীল রঙের শিরা ফুটে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে সমস্যা অন্য। তা ছাড়া ভেরিকোজ ভেন হলে পায়ের মাংসপেশিতে টান অনুভব হয়। হাঁটাচলা করতে সমস্যা হয়। সব সময় অস্বস্তি হতে থাকে পায়ে, গোড়ালি ফুলে যায়, পায়ের ত্বকে বাদামি দাগছোপ পড়তে থাকে। পায়ের পাতায় সংক্রমণ, ফোঁড়া, চুলকানি হতেও দেখা যায় অনেকের।

ভেরিকোজ ভেন সারতে সময় লাগে। চিকিৎসক বলছেন, আগে থার্মাল অ্যাবলেশন পদ্ধতিতে ভেরিকোজ ভেনের চিকিৎসা হত। সেই পদ্ধতি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ছিল। এখন কাটাছেঁড়া ছাড়াই বিশেষ রকম ইঞ্জেকশন পায়ের শিরায় ফুটিয়ে চিকিৎসা করা হয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে রোগী খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

## কেমোথেরাপি চলাকালীন সময়ে কী কী নিয়ম মানলে সুস্থ থাকবেন?

ক্যানসার শব্দটির সঙ্গেই যেন আতঙ্ক জুড়ে গিয়েছে। এই রোগ প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে অস্ত্রোপচারে নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অসুখ যদি আরও ডালপালা মেলে, তখন কেমোথেরাপি, রেডিয়োথেরাপি করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। কেমোথেরাপি করে শরীরের ভিতর ক্যানসার-আক্রান্ত কোষগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গেই কিছু সুস্থ কোষও বিনষ্ট হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত হয় রক্তের শ্বেতকণিকা। ফলে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অল্পেই দুর্বলতা, সংক্রামক অসুখবিসুখ সহজেই হানা দেয়। তাই কেমোথেরাপির চিকিৎসা চলার সময়ে একটু বেশিই সতর্ক থাকতে হবে রোগীকে। জেনে নিন, কী কী নিয়ম মানলে সুস্থ থাকা যাবে। পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। হাত ধুয়ে খাবার খাওয়া উচিত। বাইরে থেকে ফিরলে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে অথবা স্যানিটাইজ করতে হবে। সঙ্গে সব সময়ে স্যানিটাইজার রাখা ভাল।

প্রতি দিন স্নান করতে হবে। দিনে অন্তত দুই থেকে তিন বার ব্রাশ করা জরুরি। কেমোথেরাপির সময়ে অনেকেরই মুখের ভিতর ফুস্কুড়ি বা জিভে ঘা হয়। সে ক্ষেত্রে সবসময়ে খাওয়ার পরেই মুখ কুলকুচি করতে হবে। মুখে ঘা হলে অ্যান্টিসেপ্টিক মাউথওয়াশ ব্যবহার করে সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত গরম চা, কফি, বেশি ঝালমশলা ও নুন দেওয়া খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

কেমোথেরাপিতে ক্যানসারের কোষ ধ্বংসকারী ওষুধ রক্তের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এই ওষুধের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। খিদে কমিয়ে দেয়, ঘুম নষ্ট হতে পারে, কিছু খেলেই বমি বমি ভাব হয়। তাই এই সময়ে খাবার খেতে হবে পরিমিত। একবারে ভারী খাবার খেলে বমি হয়ে যেতে পারে। হাতের কাছে আদা কুচি বা পুদিনা পাতা রাখতে পারেন। বমি ভাব হলে ওষুধ না খেয়ে আদা বা পুদিনা পাতা চিবোলে সমস্যা দূর হবে। পুদিনা পাতার রস হজমশক্তি বাড়াবে, বেশি ভাজাভুজি খাওয়ার ইচ্ছা চলে যাবে।

সংক্রমণ ও জ্বরের প্রবণতা বাড়ে এই সময়ে। স্বাদ-গন্ধের অনুভূতিও চলে যেতে পারে সাময়িক ভাবে। জ্বর হলেই নিজে থেকে ওষুধ খাবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও রকম ওষুধ খাওয়া বা সাপ্লিমেন্ট নেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। কেমোথেরাপি চলার সময়ে মুখের অভ্যন্তরের লালাগ্রন্থির কাজ কিছুটা ব্যাহত হয় বলে মুখের লালা নিঃসরণ কমে যায়। তাই খাবার গিলতে কষ্ট হয়। তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত জল পান করতে হবে। বাড়িতে তৈরি শরবত, টাটকা ফলের রস বার বার খেতে হবে। কিন্তু দোকান থেকে কেনা প্যাকেটজাত ফলের রস বা বেশি চিনি দেওয়া পানীয় একেবারেই খাওয়া ঠিক হবে না। তামাকজাত নেশা বন্ধ করে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে, রোজকার ডায়েটে টাটকা শাকসব্জি, ফল, গ্রিন টি, ছোট মাছ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বাড়বে।

# আহত পুলিশকর্মীর বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার ছাত্রদের নবান্ন অভিযানের মোকাবিলার দায়িত্বে থাকা আহত পুলিশকর্মীর আঘাত এতটাই গুরুতর যে তাঁর বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছেন।

নবান্ন অভিযানে বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইট এসে লেগেছিল কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্ট দেবাশীষ চক্রবর্তীর চোখে। ভিড়ের মধ্যে থেকে ছুটে আসা ইট লাগে তাঁর বাঁ চোখে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

বুধবার জানা গিয়েছে, চার ঘণ্টা ধরে চলা অস্ত্রোপচার ব্যর্থ হয়। মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই চিরদিনের জন্য বাঁ চোখের দৃষ্টি হারাতে বসেছেন তিনি। সূত্রের খবর, আঘাত এতটাই গুরুতর যে বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন ওই পুলিশকর্মী। জানা গিয়েছে, আধলা ইটের টুকরোর আঘাতে তাঁর চোখের মণি ফেটে গিয়েছে।

এদিকে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে নবান্ন অভিযানে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "আমাদের অফিসারদের রক্ত ঝড়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁরা সংযত থেকেছেন।"বুধবার কলকাতা পুলিশ ফেসবুক পোস্টে ছবি-সহ জানিয়েছে, "গত দুই সপ্তাহে অজস্র প্রকৃত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং জমায়েত দেখেছে এই শহর। একটি বাদে আর কোথাও কোনরকম হিংসার ঘটনা ঘটেনি। উলটে আন্দোলনকারীদের সবরকম সুবিধা করে দেওয়ায় প্রয়াস করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে।

গতকালের আন্দোলনকারীদের ইচ্ছাকৃত হিংসার ফলে দেবাশীষ হয়তো হারাতে বসেছেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি। তবে তিনি বা আমাদের অন্যান্য সহকর্মী কোনরকম করুণা বা সহানুভূতি চান না কারুর কাছে। আমরা জানি, এ আমাদের কাজেরই অঙ্গ। এই পোস্টের উদ্দেশ্য, মানুষের বোধশক্তি জাগিয়ে তোলা, যাতে বিভ্রান্তিকর তথ্যের জালে জড়িয়ে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা।"

## লখনউ সুপারের মেন্টর হয়ে আইপিএলে ফিরছেন জাহির খান

লখনউ, ২৮ আগস্ট (হি.স.): এবার নতুন দায়িত্ব নিয়ে আইপিএলে ফিরছেন ভারতের প্রাক্তন পেসার জাহির খান। বাঁহাতি এই পেসারকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করেছে লখনউ সুপারের মেন্টর হয়ে আইপিএলে ফিরছেন জাহির খান সুপার জায়ান্ট।

২০২৩ সালের আইপিএলের আসরের পর লখনউ সুপারের মেন্টর হয়ে আইপিএলে ফিরছেন জাহির খান। মেন্টর পদ থেকে সরে যান গৌতম গম্ভীর। ২০২৪ সালের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর ছিলেন গৌতম গম্ভীর। গত বছর কলকাতাকে শিরোপা জিতিয়ে এখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ গম্ভীর। তাই ২০২৩ সাল থেকে লখনউতে মেন্টরের পদটি খালি ছিল। এবার সেই গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়ার জায়গায় নিয়োগ পেলেন জাহির খান।

উল্লেখ্য, ২০১৮ থেকে ২০২২ এই পাঁচ বছর আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে কাজ করেছেন জাহির খান। প্রথমে ডিরেক্টর পদে তারপর গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাহির খান।

## ফের "ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন"-এর পক্ষে সওয়াল অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : "ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন" আনার দাবিতে সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দলের প্রতিষ্ঠাবর্ষ উপলক্ষে ময়দানের সভায় তিনি বলেন, "ভারতে ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন আনা উচিত কিনা আপনারাই বলুন? এক থেকে দুই মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বিজেপির নেতাদের বলব যাঁরা নবান্ন অভিযান করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছেন তাঁরা সংসদ অভিযান করে ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন আনার দাবি তুলুন।তিনি বলেন, "আমি বলছি এদের (বিজেপির) সেই ক্ষমতা নেই। তাহলে সবার আগে জেলে যাবে বিজেপি লোকরা। কেন্দ্র এই আইন আনার জন্য পদক্ষেপ না করলে আমি প্রাইভেট মেম্বার্স বিল পেশ করব সংসদে।"

এনসিআরবি-র রিপোর্ট উল্লেখ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গত ১০ বছরে সবথেকে বেশি মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের ঘটনায় যে রাজ্য প্রথম তা উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র। পারলে বিজেপি শাসিত এই চার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলবেন।"


**AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION**
**O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)**
**DURGA CHOUMUHANI**
**TRIPURA (WEST)**

**NOTICE INVITING TENDER NO 23(2024-25)**

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honourable Mayor. Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms/Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work

| Sl No. | Name of work | Estimated Cost<br>Earnest Money | Time for Completion | Last date of selling<br>Last date of receiving<br>(Upto 3.00 PM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing proper illumination and beautification of Joypur bridge near Ward Office of Ward no- 36 by LED Street light and LED rope light under Agartala Municipal Corporation | Rs. 1,90,062.00<br>Rs. 3,801.00 | 10(Ten) days | 03/09/2024<br>05/09/2024 |

Details of work in the form of "Schedule of Work and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 AM. to 5:00 PM up to 03-09-2024

**(Er Sujay Chaudhury)**
**Executive Engineer (Electrical Division)**
**Agartala Municipal Corporation**



The Executive Engineer, Agartala funicipal Corporation, Agartala, Tripura on i of the 'Mayor', invites online percentage rate e-tenderin single bid system from eligibile Central & State public sector undertaling/antirprise and ell Contractors/Firms/Private Ltd. Firm Agencies of Appropriate Class registered PVID/TTAADC/JES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other States Central for following work.

| Sl No | DNIT No | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last Date and time for Document downloadng and bidding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/EE/PD/AMC/ 2024-25 | Construction of Toilet at Various Anganwadi Centre Under AMC (2nd Call) | Rs. 5,35,917.00 | Rs. 10,718.00 | 60(Sixty) Days | Utp 02/09/2024 Am/P.M On 15.00 |

1. The enlistment of the contractors should be valid on the last date of submission of bids. In case the last date of submission of tender extended, the enlistment of contractor should be valid on the original date of submission of bids.
This estimate, however, has been prepared by this UDD Office based on the tentative quantity and scheduled rate set by the PWD. The quantity may vary based of the requirement during actual execution but the scheduled rates which are the firm base rates of this tender document, based on which the tendere shall calculate his own rate so as to complete the work and quote in the BID document.
2. Agreement shall be drawn with the successful bidder on prescribed Tripur PWD Form 7 (or other Standard Form to be mentioned) with to date amendments, which is available as a Govt. of Tripura Publication and also.
3. The ume allowed for carrying out the work will be 60 Days from the start as defined in 'Schedule-F' or from the first date of handing over site,

**AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,**
**AGARTALA: TRIPURA**

**Notice Inviting e- Tender**

**PNIE-T- No: 02/EE/PD/AMC/2024-25,Dated 27-08-2024**

The Executive Engineer, Planning, AMC on behalf of Hon'ble Mayor Invites online Percentage te bios, on open bido ig format for following work (s).

| | Estimated cost | Earnest Money | Completion |
|---|---|---|---|
| 1) DNIe-T No 02/EE/PD/AMC/2024-25 | Rs.5,35,917.00 | Rs.Rs 10,7 8.00 | 60(sixty) Days |

Last time and date of submission of bid-02-09-2024 at 15.00 hrs.
1. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

**(Er. Sujay Chaudhury)**
**Executive Engineer,**
**Planning Division**
**Agartala Municipal Corporation.**


## সন্দীপ ঘোষকে কেন এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি সিবিআই, প্রশ্ন অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে কেন এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি সিবিআই? তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দিবসের মঞ্চ থেকে প্রশ্ন ছুড়লেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর জি কর কাণ্ডের পর থেকেই আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। এ দিনের সভায় অভিষেক বলেন, "আমরাও দোষীদের শাস্তি চাই। আদালতের নির্দেশে সিবিআই মামলা তদন্ত শুরু করার পর ১৪ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। অনেকেই সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতারের দাবি করেছেন। কেন ১৪ দিন পরেও তিনি খুন ও ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার হননি তার জবাব সিবিআইকে দিতে হবে।'

আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার কিনারা হয়নি এখনও পর্যন্ত। সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ছাড়া আর কেউ গ্রেফতারও হয়নি। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক ক্ষোভ-বিক্ষোভে তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য। বিরোধীদের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি উঠছে। সেই আবহে সিবিআই কী করছে, প্রশ্ন তুললেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও।

অভিষেক জানান, ১৪ অগাস্ট "মেয়েদের রাত দখলের" ডাকে সমর্থন ছিল তাঁদের। সেই লড়াইকে তাঁরা সম্মান জানিয়েছিলেন। যাঁরা রাস্তায় নেমেছিলেন, বাড়িতে থেকেই যাঁরা প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্ষণমুক্ত সমাজ, দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে, তা শকুনের রাজনীতি।

## গুজরাটে দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনা পাঠালো কেন্দ্র

আহমেদাবাদ, ২৮ আগস্ট (হি.স.): বিগত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। সেই বৃষ্টি থামেনি বুধবারও। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে গুজরাটের ভদোদরা, মোরবি, আহমেদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। জানা গেছে, গুজরাটে দুর্যোগে মোকাবিলায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সেনা পাঠিয়েছে কেন্দ্র। দ্বারকা, আনন্দ, ভদোদরা, খেড়া, মোরবি ও রাজকোট---এর বৃষ্টি বিপর্যস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সেনা নিযুক্ত করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা দল এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ কাজ চালাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গুজরাটে ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কথা বলেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বলে জানা গেছে।

## মানকুণ্ডু স্টেশনে রেল অবরোধের জেরে ইট, লাঠি, গ্যাস

হুগলি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): বিজেপির ডাকা বন্‌ধে হাওড়া-বর্ধমান শাখার মেন লাইনের মানকুণ্ডু স্টেশনে রেল অবরোধের জেরে ধন্ধুমার বাধে। পুলিশের বিরুদ্ধে বন্‌ধ সমর্থকদের ওপর লাঠিচালনার অভিযোগ তোলে বিজেপি। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাথর ছোড়েন বিজেপি কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের ট্রেন অবরোধ তুলতে বলে। কিন্তু অবরোধকারীরা অবরোধ তুলতে রাজি হননি। অভিযোগ, পুলিশ অবরোধ তুলতে লাঠি চালায়। তাতে পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছোড়েন বিজেপি কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে শেষ অবধি কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়।

বন্‌ধ সমর্থকরা এ দিন হুগলি জেলার একাধিক রেল স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করেন। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলি, হিন্দমোটর, কোন্নগর, ত্রিবেণী স্টেশনেও অবরোধ করা হয়। তাতে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। কোথাও দেড় ঘণ্টা, কোথাও দুঘণ্টা অবরোধ চলে।

## হাওড়ায় ভেঙে পড়ল তিনতলা বাড়ি, হতাহতের কোনও খবর নেই

হাওড়া, ২৮ আগস্ট (হি.স.): হাওড়ায় ভেঙে পড়ল একটি তিনতলা পুরনো বাড়ি। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার মল্লিক ফটক এলাকার ১ নম্বর রাধামাধব ঘোষ লেনে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাওড়া সিটি পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও।


**শিল্প প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান, বিলোনীয়ায় শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি (OFFLINE)**

আই টি আই বিলোনীয়ায় ২০২৪-২০২৫/২০২৬ শিক্ষাবর্ষে অনলাইন ভর্তির পর নিম্ন উল্লেখিত ট্রেড সমূহে নির্দিষ্ট category তে walk-in admission -এর জন্য ভর্তির দরখাস্ত পুনরায় আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থী নির্বাচন হবে **আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে**। শূন্য আসন সম্পর্কিত বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল -

| Sl No | Trade Name | Qualification | Vacant Seats (in Nos) UR | SC | ST | Ex-Serviceman | Total (in Nos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Operator and Programming Assistant | মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | 4 | Nil | 3 | Nil | 7 |
| 2 | Fitter | মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়সহ | 1 | 1 | Nil | 1 | 3 |
| 3 | Refrigeration and Air-conditioning Technician | মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়সহ | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Welder | অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ | 10 | 3 | 6 | Nil | 19 |
| 5 | Plumber | অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ | 19 | 7 | 12 | 1 | 39 |

১। ভর্তির নিয়মাবলি পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে।
২। আবেদন পত্রের নমুনা আই. টি. আই বিলোনীয়ার নোটিশ বোর্ডে/ওয়েবসাইট (www.itibelonia.in) দেওয়া থাকবে।
৩। ভর্তি শুরু হবে আগামী ৩০-০৮-২০২৪ ইং. হইতে ৩১-০৮-২০২৪ ইং. পর্যন্ত (সময় - সকাল ১১০০ মি. - বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)।
৪। প্রার্থীদের উপরোক্ত তারিখে পূরণ করা আবেদনপত্র সহ caution money ১০০০ টাকা নগদ, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, রেশন কার্ডের প্রতিলিপি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের original and self-attested photocopy নিয়ে প্রতিষ্ঠানে এসে নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি হতে হবে।
৫। ড্রপ-আউট প্রশিক্ষনার্থীদের caution money ফেরত দেওয়া হবে না।

Sd/-
অধ্যক্ষ,আই.টি.আই বিলোনীয়া

ICA/D-718/24


## 'ধর্মোন্মাদ টুপি-দাড়ি-লুঙ্গিদের' তোপ তথাগতর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): 'ধর্মোন্মাদ টুপি-দাড়ি-লুঙ্গিদের' ব্যাপারে এক্সবার্তায় সতর্কতা দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি লিখেছেন, "শুধু একপাল ধর্মোন্মাদ টুপি-দাড়ি-লুঙ্গির ভরসায় এত ঔদ্ধত্য ! ত্রিশ শতাংশ আমার আঁচলে বাঁধা, তুই করবি আমার কি (যেরকম বলেছিল বুদ্ধ, আমরা ২৩৫ ওরা ৩৫)? এখন নিজে চুপচাপ, লুঙ্গিরা এক্স-এ নেমেছে, হায়দারী হাঁক ছাড়ছে !

হে সত্তর শতাংশ ! তোমার মেয়েও বড় হচ্ছে, রাজ্যের কোণায় কোণায় সেমিনার রুম তার জন্য অপেক্ষা করছে।"

প্রতিক্রিয়ায় জনৈক নবনীতা সরকার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমাদের এই সত্তর শতাংশ মানুষকে এটাও বুঝতে হবে যে এরা মাত্র তিরিশ শতাংশ হয়েও শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ও পুরো বিশ্বকে ইসলামিক বিশ্বে পরিণত করতে চায়। অথচ হিন্দুরা ৭০ হয়েও নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে পারিনা দেশকে রক্ষা করতে পারিনা।

কিশোর চট্টোপাধ্যায় এক্সবার্তায় লিখেছেন, "এই সত্তর শতাংশ !

## আর জি কর কাণ্ডে এবার সরব খোদ রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার এবার সরব হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

বুধবার রাষ্ট্রপতি বলেন,'নির্ভয়া কাণ্ড ঘটেছে ১২ বছর আগে। এতদিনেও মেয়েদের উপর এমন অত্যাচার বন্ধ করা গেল না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি এও জানান, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় তিনি হতাশ ও খুবই আতঙ্কিত।

এদিন ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ (অনেক হয়েছে), মহিলাদের উপর অত্যাচার আর বরদাস্ত নয়।" তরুণী চিকিৎসকের উপর নির্যাতনের ঘটনাকে "ভয়ংকর এবং হতাশাজনক" বলেও উল্লেখ করেন তিনি।


**PNIe-T No.:- 09/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25**
**Dated. 21-08-2024.**

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No.: 72/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2023-24.
Period of downloading of biding documents from 21-08-2024 to 20-09-2024. Deadline for online bidding :- 20-09-2024 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid: 20-09-2024 at 4.00 PM.
Place of opening of bids: Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar, (N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in For and behalf of the Governor of Tripura.
**ICA/C/ 1286/24**

**Executive Engineer**
**PWD (R&B)**
**Dharmanagar Division**
**Dharmanagar,(N) Tripura**



**PNIT No.: 27/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25, Dt.20/08/2024**

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of work: "Strengthening of road from Santipara to Berimura (L-4.87km) under Bamutia Block under Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2024-25
2. DNIT No: 14/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2024-25
3. Estimated Cost: Rs. 3,30,96,495.00
4. Bid Fee: Rs.8,000.00
5. Last date & time for online Bidding: 18/09/2024 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
**ICA/C/1281/24**

**Executive Engineer**
**Mohanpur Division,**
**PWD(R&B), Mohanpur,**
**West Tripura District, Tripura**



**EDUCATIONAL NOTIFICATION**

Online application invited from the intending candidates belonging to the beneficiary states of RIMS, Imphal- Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura for admission to B.Sc in Medical Radiology & Imaging Technology (MRIT) and B.Sc Medical Laboratory Technology (MLT) Programs at Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur for the Academic Session 2024-25. The duly filled out application forms along with copies of all testimonials should be submitted to the Dean's office or admission.rims.imphal@gmail.com (after scanning) on or before 4PM of September 10, 2024. The date of counselling will be notified later on.

| Sl.No | Program Name | No of seats |
|---|---|---|
| 1 | B.Sc in Medical Radiology & Imaging Technology (MRIT) | 05 |
| 2 | B.Sc Medical Laboratory Technology (MLT) | 15 |

ICA/D/700/24

**[Prof. (Dr.) H.P. Sarma]**
**In Charge, Director of Medical Education.**
**Government of Tripura**



No. F. 1(11)-GDP/UDP/Estt.(Proc)/2018/68 96 Dated, Fulkumari, the 27th August, 2024

**Short Notice Inviting Quotation**

Slead hereby invited from experienced Quotation Suppliers/Dealers/Manufacturers / Distributors/sellers/resellers for supply, installation, testing and commissioning of "Air-conditioner (AC)" mentioned in Annexure-A at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura.
The last date of submission of quotation is up to 2:00 PM of 3rd September, 2024. The quotations will be opened on the same day at 2:30 P.M. if possible. The specifications and terms & conditions of the SNIQ may be downloaded from the Institute website: www.gdp.ac.in. For any clarification on the specifications of the AC, the bidders may communicate on 8414910399/9774509574 during office hours.

**Terms and conditions:**

1. The AC is to be supplied. installed, tested & commissioned at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura. The cost of supply shall be solely borne by the bidder/ contractor.
2. The work shall be completed within 04 (four) days from the date of issue of Supply/work order. 3. The AC must be strictly as per specification.
4. The bidder has to fill-up the Annexure-A with proper signature and seal and submit with the bid documents.
5. Warranty certificate on the applicable items etc. has to be handed over to the concerned Inspection team during supply and strictly before the inspection.
Self-attested photocopy of PAN. GST and banking information are to be attached with bill to be submitted for payment.
7. After compliance of this order, the supplier shall raise GST invoice with detailed Tax-breakup. 8. No advance payment will be made. Payment will be made only after successful execution of supply/work order and inspection by the concerned Inspection Committee of this Institute. Statutory deduction from bill namely, Income Tax and GST will be deducted as applicable at source maintaining treasury functionalities.
9. Any other terms/conditions mentioned on bills/quotations will not be considered and the decision of the Quotation Inviting Authority shall be final in this regard.
10. The Quotation Inviting Authority reserves the right to cancel the Quotation process with at any point of time without assigning any reason thereof.
Enclosure Annexure A (Pr ice schedule with specification)
**ICA/C/1276/24**

**(Dr. TAMOJAY DEB)**
**Principal-in-charge & H.O.**
**Gomati District Polytechnic Fulkumari,**
**Udaipur, Gomati Tripura**



**WALK-IN-ADMISSION-এর বিজ্ঞপ্তি**

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই ঘোয়াই-এ ২০২৪-২০২৫/২০২৬ ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য যে online ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার চতুর্থ রাউন্ড-এর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও এখনো কিছু আসন খালি আছে। তাই, উক্ত খালি আসনগুলো সীমিত সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে পূরণের লক্ষ্যে ইচ্ছুক ভর্তিপ্রার্থী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে **walk in admission**-এর মাধ্যমে আগে এলে আগে পাবেন এর ভিত্তিতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

১। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট নমুনা অনুযায়ী সমস্ত সার্টিফিকেটের যেমন-**Marksheet, Age Proof Certificate, Pass Certificate, Caste Certificate, PRTC, PwD/Ex-Serviceman Certificate, Bank Passbook, AADHAR, Family Ration Card** ইত্যাদির স্ব-প্রত্যায়িত কপিসহ আই টি আই ঘোয়াইতে জমা নিতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
২। আবেদনপত্র জমা দেওয়া ও ভর্তির সময়কাল ঃ ৩০/০৮/২০২৪ ইং থেকে ৩১/০৮/২০২৪ ইং, বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
৩। আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের **Caution Money** ১০০০ টাকা (নগদ), ২ কপি ছবি ও প্রয়োজনীয় সমস্ত সার্টিফিকেটের স্ব- প্রত্যায়িত কপিসহ ভর্তি হতে হবে।

খালি আসনের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

| ক্রমিক নং | ট্রেডের নাম | মোট খালি আসনসংখ্যা | অসংরক্ষিত | এস. টি. | এস.সি. | প্রশিক্ষণের সময়কাল | ভর্তির যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason (Building Constructor) [NSQF] | 40 | 21 [ None-20 & Ex-Serviceman-01] | 13 | 06 | ১ বৎসর | অষ্টমশ্রেণী উত্তীর্ণ |
| 2 | Pump Operator cum Mechanic [NSQF] | 28 | 12 | 08 [ None-07 & Ex-Serviceman-01] | 08 | ১ বৎসর | মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। ( অংকে ও বিজ্ঞানসহ) |
| 3 | Computer Operator and programming Assistant [NSQF] | 21 | 10 | 04 | 07 | ১ বৎসর | মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। |

* মোট খালি আসনের ৫% আসন PwD প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
* পূর্বে ভর্তি হওয়া কোন প্রার্থী যদি তার আসন ছেড়ে দেয় তবে আসন সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।
৪। ভর্তি সংক্রান্ত আরও **Updates** তথা ভারত সরকারের **DGT**-কর্তৃক ভর্তির তারিখ বর্ধিতকরনের পরবর্তী নির্দেশ ইত্যাদি নানা নির্দেশাবলী আই টি আই ঘোয়াই-এর **Notice Board**-এ দেওয়া থাকবে এবং আসন খালি থাকলে ঐ নির্দেশাবলীর নিরিখে আগে এলে আগে পাবেন এর ভিত্তিতে চলমান ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং এ ব্যাপারে অন্য কোন বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে না।
৫। আবেদনপত্র আই টি আই ঘোয়াইয়ের **Training Section**-এ পাওয়া যাবে।

(প্রনয় দেববর্মা)
অধ্যক্ষ
আই টি আই, ঘোয়াই
সোনাতলা, ঘোয়াই ত্রিপুরা।

ICA/D-707/24

## বন্যা পরিস্থিতিতে বিএসএফ এর উদ্যোগে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: বুধবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বর্ডার ফাঁড়ি বটতলী এলাকায় বন্যা পীড়িত সাধারণ নাগরিকের জন্য বিএসএফ - এর উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

মহিলা, শিশুসহ রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় এদিন। ত্রিপুরায় নজিরবিহীন বন্যা পরিস্থিতির সময় বিএসএফ বিভিন্ন বন্যা ত্রাণ ব্যবস্থা করছে।

বিএসএফ মেডিকেল অফিসার গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যবিধি এবং বন্যার পরে জলবাহিত রোগের সম্পর্কে সতর্কতা প্রদান করেন এদিন।

## জগদ্বন্ধু আশ্রমে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ আগস্ট:** দুইদিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশালগড়,নারাউড়াসিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি তথা জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক মিঠুন রায়।

তিনি বলেন, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন জীবের মঙ্গলের জন্য। তিনি অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর লীলা শ্বাশত। তিনি এই সমাজে লোক শিক্ষা নিমিত্ত এসেছেন।জগতে শ্রী কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ।বাকি সব প্রকৃতির অন্তর্গত। তাঁর চরণে সমর্পণের মধ্যে দিয়েই মানব জীবনের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব।

পরবর্তী সময়ে শ্রী গোপাল বিগ্রহের অভিষেক ছাড়াও সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ হয়। এ উপলক্ষে নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার,নন্দোৎসবের অঙ্গ হিসেবে মধ্যাহ্নে ভোগরাগ অন্তে ভক্তদের মধ্যে অন্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।গোটা অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিল নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখা।

## বন্যা কবলিত সাধারণ নাগরিকের পাশে কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: বন্যার কবলে পড়ে আগরতলা পুর নিগমের ১৮ নং ওয়ার্ডের বহু মানুষ বর্তমানেও প্রগতি স্কুলের ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। বিপন্ন এইসব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত।

আগরতলা পুর নিগমের ১৮ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত নিজ উদ্যোগে আগরতলা প্রগতি স্কুলে পাঁচ দিন ধরে তিনশ লোককে রান্না করা খাবার সরবরাহ করছেন। শুধু তাই নয় স্বাস্থ্য শিবির সহ বন্যা দুর্গতদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন।

অসহায় মানুষের এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে কর্পোরেটর যে ভূমিকা পালন করে চলেছেন তাতে দারুন খুশি ১৮ নং ওয়ার্ডের লোকজনেরা। কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত জানিয়েছেন, তিনি আগামী দিনেও নিজ উদ্যোগে যথাসাধ্য ভাবে এ ধরনের সামাজিক কাজ করে যাবেন। মানুষের বিপর্যয় পরিস্থিতিতে মানুষ হিসেবে এ ধরনের সেবা মূলক কাজে এগিয়ে আসা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

## বৈঠক

● আটের পাতার পর

আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। ডাকবাংলো রোডের জল দ্রুত সরিয়ে দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন।পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, বৈঠকে গোমতী জেলায় বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিনয় ভূষণ দাস।

## পেশার মানুষ

● আটের পাতার পর

১০,০০০ টাকা, মনীশ চন্দ্র রায়, ত্রিপুরা খবর - ১০,০০০ টাকা, সৈকত সাহা - ১০,০০০ টাকা, হীরক দ্যুতি নাথ - ১০,০০০ টাকা, সব্যসাচী দেব - ১১,০০০ টাকা, সুজিত সেন - ১০,০০০ টাকা, অর্ঘ্যদ্যুতি ক্লাব - ১১, ১৫২ টাকা, বাদল ভৌমিক - ১৫,০০০ টাকা ও ডাঃ সুস্মিতা দেব - ৫, ০০০, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা টাকা আর্থিক সহায়তা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তুলে দিয়েছেন। বন্যা ত্রাণে মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সকল দাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

## ডেপুটেশন

● আটের পাতার পর

হচ্ছে না। তাদের অভিযোগ, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একাধিকবার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ মুখ্য কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করতে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের আবেদন দুর্গাপূজার আগে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক।

## শোক মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংসদ শোক ব্যক্ত করেছে। আজ সকালে নিজ বাসভবনে রাজ্যের প্রবীন কথাসাহিত্যিক বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার, ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সুবিমল রায় প্রয়াত হয়েছেন। গত ১৯ আগস্ট শেষবারের মতো তিনি উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবার,আত্মীয় পরিজনদের প্রতি সমশোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছে ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র। পাশাপাশি তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রবীণ কথাসাহিত্যিক,লেখক তথা ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সুবিমল রায়ের প্রয়াণে তিনি অত্যন্ত শোকাহত। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি ও ঈশ্বরের নিকট বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, তাঁর অগণিত সৃষ্টির মাধ্যমে সকল সাহিত্য প্রেমীদের মাঝে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।তাছাড়া, তাঁর প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## বন্যায় কৈলাসহরে প্রায় ৪,২৭১ হেক্টর ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে: কৃষি আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ আগস্ট: বন্যায় কৈলাসহরের কৃষি জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসেব জানালেন কৈলাসহরের কৃষি দপ্তরের আধিকারিক।সম্প্রতি বন্যায় কৈলাসহর মহকুমায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ব্যাপক হারে কৃষি জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যার প্রাথমিক অনুমান প্রায় ৪,২৭১ হেক্টর ধানের জমি, সাথে সবজির ক্ষতির পরিমাণ ১৭১ হেক্টর জমি। জানিয়েছেন কৈলাসহরের কৃষি দপ্তরের আধিকারিক পরাগ রায় চৌধুরী। সমস্ত কৃষক ভাই বোনদের আবেদন করেছেন যাতে কৃষি দপ্তরের বিএল ডাব্লিউদের সহযোগিতা করেন। কৈলাসহরের কৃষি দপ্তর এই দুর্যোগের সময় সমস্ত কৃষকদের পাশে আছে এবং যথাসম্ভব সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

## চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মিতালী রাণী দাস সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ আগস্ট: ধর্মনগর পুরপরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করলেন মিতালী রাণী দাস সেন। বিগত কিছুদিন পূর্বে ধর্মনগর পুরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকারের বিরুদ্ধে অধিকাংশ কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। সেই অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরে প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায় এবং তা গৃহীত হয়। তখন চেয়ারপার্সনের পদটি শূন্য হয়ে যায়।

আজ চেয়ারপার্সন পদের জন্য কাউন্সিলরদের নিয়ে এক সভা হয় পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক তথা পুরপরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্যাম জয় জমাতিয়া, সহকারি কার্যনির্বাহী আধিকারিক অমরচাঁদ বিশ্বাস এবং সভার সভাপতিত্ব করেন ভাইস চেয়ারম্যান মঞ্জু নাথ।সভায় প্রস্তাব আকারে উপস্থিত কাউন্সিলররা চেয়ারপার্সন হিসেবে মিতালি রানী দাস (সেন)র নাম প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে মিতালী রানী দাস (সেন)র কে চেয়ারপার্সন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে।ধর্মনগর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেনকে শপথ বাক্য পাঠ করান ধর্মনগরের মহকুমা শাসক তথা পুর পরিষদের মুখ্য কার্য নির্বাহী আধিকারিক শ্যাম জয় জমাতিয়া।

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ আগস্ট: মানুষ মানুষের জন্য , এই মানবতা নিয়ে বিলোনিয়া সাংবাদিকরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু কিছু এলাকায় জনগণের পাশে দাড়ালো। সাংবাদিকরা কলম ,ক্যামেরা ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে ও লিপ্ত থাকে, শুকনো খাবার ও পানীয় জল সহ কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ নিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে হাজির হয় তারা। গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় ত্রান সামগ্রী বিতরন। তা বুধবারে ও চলে। বুধবার বেলা একটা থেকে শুরু হয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে পরিবারের হাতে পানীয় জল, শুকনো খাবার সহ প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র তুলে দেওয়ার কাজ।বিলোনিয়া চিত্তামারা জয়নগর এলাকা, চৌধুরী পাড়া, জীরতলী, মেরুন টিলা, তালুকদার পাড়া সহ বনকর তাকিয়া সংলগ্ন এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় সামগ্রীগুলি। বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সামগ্রী গুলি তুলে দেওয়া হয়।

## ৬ দফা দাবিতে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিল সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ আগস্ট: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্যা নিরসনের জন্য ৬ দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার কমলপুর সিপিআইএম মহকুমা কমিটি উদ্যোগে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।বুধবার কমলপুর মহকুমা শাসক লাল রিং হেনতা ডারলংয়ের নিকট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিষয় নিয়ে নিয়ে ৬ দফা দাবীতে ডেপুটেশন প্রদান করে সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটি।প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ফুলছড়ি অঞ্চল সম্পাদক সুবীর দেব, নেতা অঞ্জন ব্রহ্ম, প্রানেশ বর্মন, বামনছড়া অঞ্চল সম্পাদক অনিল চন্দ্র দাস, নেতা দেবারত দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন।৬ দফা দাবি গুলি হল, বন্যায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে কোনভাবে সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কোন প্রকার স্বজন-পোষন ও দলবাজি না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জল বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব যাতে দেখা না দেয় তার জন্য আগাম সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে এবং সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের যাতে কোন ঘাটতি না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। ধলাই নদীর বিভিন্ন স্থানে দুই পাশের নদীর ভাঙ্গন রোধে বোল্ডার দিয়ে বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহকুমার ছোট বড় বাজার সহ বিভিন্ন এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য পুরনো ড্রেন গুলি পরিষ্কার ও মেরামত করা এবং নতুন ড্রেন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

## আসতে হবে

● প্রথম পাতার পর

লালসা বেড়েছে সেই জায়গায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মার্কসবাদ, লেলিনবাদের আর্দশকে বিশ্বাস করতেন।তাঁর কথায়, তৎকালীন সময়ে যুব সমাজকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য আধুনিকতার ছাপ রেখে গিয়েছেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক মনোভাব নিয়ে চলার বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাজনীতিবিদ না হলে একজন সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হতেন, বলেন বিমান বসু।এদিন তিনি আরও বলেন, ১৯৭৭ সালে ২১ জুন বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে কলকাতার আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অগণিত অভিনেতা, অভিনেত্রী এসেছিলেন। তাছাড়াও নাট্য উৎসব সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য নিজের ছাপ রেখে গিয়েছেন।এদিনের স্মরণ সভায় উপস্থিত থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ত্রিপুরার সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে এক আলাদা আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে তাঁর। তিনি বলেন, তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরার ছাত্র আন্দোলনকারীদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনকারীদের তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যে নিবিড় সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে তা আত্মার আত্মীয়ের মত ছিল। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

## নিরাপত্তা প্রদান

● প্রথম পাতার পর

মোহন ভাগবতকে 'বেশ কিছু ভারত-বিরোধী এবং উগ্র ইসলামপন্থী দল' দ্বারা টার্গেট করা হয়। এই কারনেই এমাসের শুরুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এই নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে।

নতুন প্রোটোকলের অধীনে, জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ সহ স্থানীয় সংস্থাগুলি মোহন ভাগবতের সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। কৌশলটিতে বহু-স্তরযুক্ত সুরক্ষা রিং, কড়া নাশকতা-বিরোধী ব্যবস্থা এবং ব্যাপক প্রাক-যাত্রা পর্যালোচনা এবং মহড়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

## পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

মানব পাচারকারী বিজয় দাস পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আরো কারা জড়িত রয়েছে তাদের নাম ধাম উদ্ধার করার চেষ্টা চালাবে পুলিশ।

# বায়ো ই-৩ নীতি: অর্থনীতি, পরিবেশ এবং কর্মসংস্থানের জন্য জৈবপ্রযুক্তি

**ডঃ জিতেন্দ্র সিং**

প্রতিমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর

সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের ভাবনাকে চিন্তায় রেখে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি স্বচ্ছ, সবুজ, সমৃদ্ধ এবং স্বনির্ভর ভারতের জন্য উচ্চ-কর্মক্ষমতাসম্পন্ন জৈব উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে ডিপার্টমেন্ট অব বায়োটেকনোলজি বিভাগ এর অধীনে বায়ো ই-৩ (অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং পরিবেশের জন্য জৈবপ্রযুক্তি) নীতির অনুমোদন করেছে। এর ফলে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান মশালবাহক হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা সুনিশ্চিত হবে।

উপাদান ব্যবহারের অস্থিতিশীল পদ্ধতি, অত্যধিক সম্পদ ব্যবহার এবং বর্জ্য উৎপাদন বিশ্বকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলি যেমন বনের আগুন, হিমবাহ গলে যাওয়া এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস। এই পরিস্থিতিতে "সবুজ প্রবৃদ্ধি"র পথে ভারতকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জাতীয় অগ্রাধিকারের কথা মাথায় রেখে, ইন্টিগ্রেটেড বায়ো ই-৩ (অর্থনীতি, পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের জন্য জৈবপ্রযুক্তি) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন, অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সংস্থান হ্রাস এবং অস্থিতিশীল বর্জ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জিং পটভূমিকায় দাড়িয়ে সুস্থায়ী বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য হ"ল রাসায়নিক শিল্পগুলিকে আরও সুস্থায়ী জৈব-ভিত্তিক শিল্প মডেলে রূপান্তর করতে উৎসাহিত করা। এটি একটি বৃত্তাকার জৈব-অর্থনীতির প্রসার করবে এবং বায়োমাস, ল্যান্ডফিল, গ্রিনহাউস গ্যাস ইত্যাদি থেকে বর্জ্য ব্যবহারকে উৎসাহিত করে নেট-শূন্য কার্বন নির্গমন অর্জনে উৎসাহিত করবে।

এছাড়াও, বায়ো ই-৩ নীতি ভারতের জৈব অর্থনীতির বিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করবে। জৈব-ভিত্তিক পণ্যসমূহের মাত্রার উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিকীকরণকে সহজতর করবে; বর্জ্য পদার্থ হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনঃগঠন করবে; ভারতে অত্যন্ত দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়তে; কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করতে; এবং উদ্যোক্তাদের গতি জোরদার করতে সক্ষম হবে। নীতিমালার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে: ১) উচ্চ-মূল্যের জৈব-ভিত্তিক রাসায়নিক, বায়োপলিমার এবং এনজাইমগুলির মতো বিষয়কেন্দ্রীক ক্ষেত্রগুলিতে দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়ন-কেন্দ্রিক উদ্যোক্তাদের উৎসাহ; স্মার্ট প্রোটিন এবং কার্যকরী খাবার; যথার্থ বায়োথেরাপিউটিক্স; জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি; কার্বন ক্যাপচার এবং এর ব্যবহার; এবং সামুদ্রিক এবং মহাকাশ গবেষণায় উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান ২) বায়োম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি, বায়োফাউন্ড্রি ক্লাস্টার এবং বায়ো-আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (বায়ো-এআই) হাব স্থাপনের মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত করা; ৩) নৈতিকতার উপর জোর দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির পুনরুৎপাদনশীল মডেলগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

গত দশকে ভারত শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নজির তৈরি করেছে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্ব নেতৃত্বে প্রদানের ক্ষেত্রে উঠে আসার অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের জৈব অর্থনীতি ২০১৪ সালের ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৩ গুণ বেড়ে ২০২৪ সালে ১৩০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এর বাজারমূল্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে বায়ো ই-৩ নীতি বাস্তবায়নের ফলে "সবুজ প্রবৃদ্ধি" প্রচারের সময় দেশের জৈব অর্থনীতি আরও জোরদার হতে পারে। দেশের উচ্চ-পারফরম্যান্স বায়োম্যানুফ্যাকচারিং উদ্যোগকে লালন করার ফলে উদীয়মান প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে এর ভিত্তি স্থাপন করা হবে। জৈব উৎপাদন "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠতে চলেছে এবং একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণে একটি রূপান্তরমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। একটি বহুমুখী প্রচেষ্টা হিসাবে, এটি ন্যূনতম কার্বন দৃশ্যমানতার সাথে সাশ্রয়ীভাবে জৈব-ভিত্তিক পণ্য বিকাশের জন্য মানব কোষ সহ জীবাণু, উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষের সম্ভাবনা উন্মোচন করার ক্ষমতা রাখবে।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে এই বায়োম্যানুফ্যাকচারিং হাবগুলি কেন্দ্রীভূত সুবিধা হিসাবে কাজ করবে যা উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জৈব-ভিত্তিক পণ্যের উৎপাদন, বিকাশ এবং বাণিজ্যিকীকরণ করবে। এই ব্যবস্থা এমন একটি সম্প্রদায় তৈরি করবে যেখানে জৈব উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলির সক্ষমতা, সুস্থায়ী এবং উদ্ভাবন পরিচালানোর জন্য সম্পদ, দক্ষতা এবং প্রযুক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ নিতে পারে। এই বায়োম্যানুফ্যাকচারিং হাবগুলি জৈব-ভিত্তিক পণ্যগুলির "ল্যাব-টু-পাইলট" এবং "প্রাক-বাণিজ্যিক স্কেল" উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে দেবে। স্টার্ট-আপগুলি এক্ষেত্রে অভিনব ধারণা নিয়ে আসতে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই) ও প্রতিষ্ঠিত নির্মাতাদের মধ্যে তা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এই প্রক্রিয়াটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বায়োফাউন্ড্রি জৈবিক প্রকৌশল প্রক্রিয়া মানে উন্নত ক্লাস্টার তৈরি করা, যা - প্রাথমিক নকশা তৈরি করা এবং পরীক্ষার পর্যায় থেকে পাইলট এবং প্রাক-বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যন্ত বোঝায়। বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এমআরএনএ-ভিত্তিক ভ্যাকসিন এবং প্রোটিনের বৃহৎ আকারের উৎপাদন কিছু প্রশংসনীয় উদাহরণ যার জন্য বায়োফাউন্ড্রিগুলি মূল্যবান হতে পারে। এই ক্লাস্টারগুলি প্রমিত এবং স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে জৈবিক ব্যবস্থা এবং জীবের নকশা, নির্মাণ এবং পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হবে।

বায়ো-এআই হাবগুলি গবেষণা ও উন্নয়নে এআইয়ের সংহতকরণকে উৎসাহিত করার জন্য একটি ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। এই বায়ো-এআই হাবগুলি এআই এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে বৃহৎ আকারের জৈবিক ডেটা সংহতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য বায়োটেকনোলজিকাল দক্ষতা, কাটিং-এজ পরিকাঠামো এবং লজিস্টিক সহায়তা সরবরাহ করবে। এই সংস্থানগুলি বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের কাছে উপলব্ধ করে তোলা (উদাহরণস্বরূপ জীববিজ্ঞান, মহামারীবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ডেটা বিজ্ঞান) উদ্ভাবনী জৈব-ভিত্তিক পণ্য তৈরিতে সহায়তা করবে। এটি জিন থেরাপির একটি নতুন জাত বা একটি নতুন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের বিকল্প হতে পারে।এই সমন্বিত উদ্যোগগুলির মাধ্যমে, বায়ো ই-৩ নীতি কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি করবে, বিশেষ করে টায়ার -২ এবং টায়ার -৩ শহরগুলিতে, যেখানে বায়োমাস ড ৈ ৎ স গু লি ে ত বায়োম্যানুফ্যাকচারিং হাব স্থাপন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারতের অর্থনীতি, পরিবেশ ও কর্মসংস্থানে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সুসংহত নীতি জাতির "বিকশিত ভারত"-এর সংকল্পে ভূমিকা রাখবে। এই নীতি জাতি গঠন ও উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে পারে এমন একটি মানদণ্ড হিসাবে কাজ করবে।

## কেন্দ্রীয় দল

● প্রথম পাতার পর

সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাছাড়াও বৈঠকে রাজ্য সরকারের পরিবহণ, খাদ্য, ও পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।এদিকে, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আজ বিকাল পর্যন্ত রাজ্যে ৩৬৯টি শরনার্থী শিবিরে ৫৩,৩৫৬ জন মানুষ আশ্রিত রয়েছেন। তাদেরকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়জল এবং স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩১ জন বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২ জন আহত ও ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব বি সি জোশীর নেতৃত্বে আন্ত: মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (আইএমসিটি) আজ বিকালে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এই দলে কৃষি, অর্থ, পরিবহণ, জলসম্পদ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আধিকারিকগণ রয়েছেন।সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে গতকাল রাজ্যের সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখনও যারা ত্রাণ শিবিরগুলিতে রয়েছেন তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা অব্যাহত রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকগণদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জলস্তর বিপদসীমার নিচে দিয়ে বইছে। রাজ্যে নগর এলাকাগুলির বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, মোট ৩২ হাজার মানুষকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করা হয়। আগরতলা শহরের পানীয়জলের উৎস তিনটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ১১টি ডিপ টিউবওয়ালকে সংস্কার করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে যেখানে জলের অভাব রয়েছে সেখানে জল পৌঁছানোর জন্য ৯টি ওয়াটার ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে দেখা গেছে রাজ্যের নগর এলাকাগুলিতে বন্যার জন্য ৩০৬ কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং জলবাহিত রোগ যাতে না হয় তার জন্য সুরক্ষা কর্মসূচি হিসেবে শৌচালয়গুলির নিয়মমাফিক পরিস্কার, জীবানুনাশক ঔষধ স্প্রে ও ব্লিচিং এর ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ত্রাণ শিবিরগুলিতে চিকিৎসকগণ ১, ১০৭ বার পরিদর্শন করে ৪৪৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। এছাড়াও ১,৬৫০টি স্বাস্থ্য শিবিরে ৪৫ হাজারের উপর মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। জীবানুনাশক এবং ডায়ারিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর ২ লক্ষ ওআরএস প্যাকেট, ২০ লক্ষ হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ১০ লক্ষ জিঙ্ক ট্যাবলেট সহ জ্বরের ঔষধ, স্কিন লোশন ক্রয় করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তমাল মজুমদার, ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দোয়াতি প্রমুখ।

## আগরতলা- সাব্রুম

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতি হয়েছে। রেলওয়ের প্রকৌশলীরা তা মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছেন। অতিসত্ত্বর মেরামতের কাজ শেষ করা যাবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহণ সচিব আশা প্রকাশ করেন।সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহণ সচিব আরও জানান, ধর্মনগর, কুমারঘাট ও জিরানীয়া রেল স্টেশনে রেলে নিয়মিত রেক আসছে। এই রেকগুলিতে প্রতিদিন খাদ্যশস্য, সিমেন্ট, রড, পেট্রোলিয়াম জ্বালানি দ্রব্য সহ বিভিন্ন পণ্য নিয়মিত রাজ্যে আসছে। তাই, অহেতুক ভয়ের কোনও কারণ নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং জ্বালানি রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। রাজ্যে সমস্ত বিমান পরিষেবা অপরিবর্তিত রয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিন ৩০টি বিমান উঠানামা করছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শুধুমাত্র গত ২১ আগস্ট কলকাতা থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া বিমান ইন্ডিগো এটিআর ৭২ বিমানটি অবতরণ করতে পারেনি।পরিবহণ সচিব জানান, উদয়পুর রেল স্টেশনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং স্টেশন কর্তৃপক্ষ ২২ আগস্ট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী দিচ্ছে। পাশাপাশি জোলাইবাড়ি রেলস্টেশনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী।

## প্রদেশ - বিহার - ঝাড়খন্ডও

● প্রথম পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'আমি এদের শাস্তি চাই। আদালত কী করবে জানি না। কিন্তু মানুষ এদের বিচার করবে। মানুষের হাতে তুলে দিলেই বিচার হবে।"

যদিও পরমুহুর্তেই তৃণমূল নেত্রীর সাবধান বাণী, "আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।" বস্তুত তৃণমূল নেত্রী চাইছেন, আইন নিজের হাতে না তুলে নিলেও অন্তত কর্মীরা যেন সরব হন বিজেপির বিরুদ্ধে।

বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে মমতা বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের নামে এরা কারা? ছাত্রদের গার্জেন কল হয়েছিল নাকি। এরা বাংলার মানুষ? বাংলার মানুষ হলে নবান্ন চিনত না? রাজভবন চিনত না? অনেকে তো দেখলাম রাজভবনের দক্ষিণ দ্বারে ঢিল মেরেছে।" তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন, "এরা বাংলার মানুষ? বাংলার মানুষ হলে রাজভবন চিনত না? নবান্ন চিনত না?"

এর পরই তৃণমূল নেত্রীর হুঁশিয়ারি, "বাংলায় থাকবেন, আর বাংলাকে বদনাম করবেন, এটা আমি মেনে নেব না। কখনও কখনও মানুষকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে, আমি কী করতে পারি আপনারা জানেন না। আমাকে ছোঁয়া অত সহজ নয়।"

মমতার সাফ কথা, "আমরা সবার বিচার চাই। আদালত কী করবে জানি না। বিজেপি বললেই আদালত ছেড়ে দেয়। কিন্তু মানুষের হাতে তুলে দিলে মানুষ তো এদের বিচার করবেন।" যদিও পরক্ষণেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মনে করিয়ে দেন, আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় কারও।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজধানীর মুক্তধারা হলে প্রদেশ বিজেপি আয়োজিত এক দিবসীয় কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দুশ্যন্ত কুমার গৌতম। এই কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা রাজ্যের সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

এদিকে এদিনই মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সর্বভারতীয় নেতা শ্রী গৌতমকে মা ত্রিপুরাসুন্দরীর পূন্যভুমিতে আন্তরিক স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি, সাংগঠনিক বিষয় সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে আলোচনা হয়। আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে রাজ্য বিজেপির সদস্য পদ অভিযান নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এবছর পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে বিজেপির সদস্য পদ অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, দেশের সব দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি খ্যাতি অর্জন করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে বিজেপির সদস্য পদ অভিযান শুরু হবে। ত্রিপুরায়ও একটি লক্ষ্য দিয়েছেন। এর আগেও ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার সদস্য পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

## বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

জন্যও তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, বৈঠকে গোমতী জেলায় বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিনয় ভূষণ দাস।

# ক্রীড়াঙ্গন

## এগিয়ে চলো-নাইন বুলেটস-এর ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে শ্যামসুন্দর চন্দ্র স্মৃতি ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন শ্যাম সুন্দর কম জুয়েলার্স এর কর্ণধার তথা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব রূপক সাহা। বলে কিক অফ করবেন প্রাক্তন ফুটবলার মানিক সূত্রধর। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবলের আসর। আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাড লাইটে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে নাইন বুলেটস এর বিরুদ্ধে। এদিকে টি এফ এ-র তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার থেকেই খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন পর্বও শুরু হয়েছে। লীগে এবছর দশটি ক্লাব দল অংশ নিচ্ছে। খেলা হবে লিগ কাম সুপার লিগ পদ্ধতিতে। এ-ডিভিশন থেকে এবার একটি টিমের অবনমন ঘটবে।

পয়েন্ট তালিকায় সর্বশেষ তথা অবনমিত দল আগামী বছর বি ডিভিশনে খেলতে হবে। লীগের ক্রীড়া সূচি পুরোপুরি তৈরি হয়েছে। আজ, বুধবার বিকেলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তা ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এবারের প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের স্পন্সরের নাম এবং বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি রূপক সাহা, পেট্রন রতন সাহা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লীগ পর্যায়ের খেলায় অধিকাংশ দিনে দুটো ম্যাচ তথা বিকেল তিনটায় প্রথম খেলা এবং সন্ধ্যা ছয়টায় দ্বিতীয় খেলা রাখা হয়েছে।

শীর্ষ চারটি দলকে নিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে সুপার লিগের খেলা শুরু হবে। উল্লেখ্য, এবারকার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ এক লক্ষ টাকা এবং রানার্সআপ দল কে ৭৫ হাজার টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হবে। প্রতিটি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার রয়েছে এক হাজার টাকা করে।

সুপার লিগ ম্যাচে সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং সেরা খেলোয়ার প্রত্যেকে পাবে ৩০০০ টাকা অর্থ পুরস্কার। এবার এ ডিভিশন লিগ ফুটবলে যে ১০ টি ক্লাব দল অংশ নিচ্ছে সেগুলো হলো এগিয়ে চলো সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, টাউন ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ত্রিবেণী সংঘ, ব্লাড মাউথ ক্লাব, নাইন বুলেটস। ৩০ আগস্ট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে বিকেল তিনটায় রামকৃষ্ণ ক্লাব খেলবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যা ছয়টায় দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব খেলবে জুয়েলস এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে।

## ক্রীড়া দিবস উদযাপন ঘিরে সংবর্ধনা, প্রীতি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল, ২৯ আগস্ট হকির জাদুকর ধানচাদের জন্মদিন। ওই দিন সারাদেশেই জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ইতোমধ্যে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র পুরুষদের হকি টুর্নামেন্ট আয়োজনের উদ্যোগ নিচ্ছে ত্রিপুরা হকি অ্যাসোসিয়েশন। অন্যান্য বারের মতো এবারও আগামীকাল জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ২০২৩-২৪ বর্ষের জাতীয় স্তরের খেলাধুলায় সফল খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত করা হবে। চীফ মিনিস্টার ডেভেলপমেন্ট স্কিমে খেলোয়ারদের অর্থ রাশিতে সম্মানিত করা হবে। বেশ কয়েকজন কোচকেও সংবর্ধনা জানানো হবে।

এন এস আর সি সি-তে বেলা ১২:০০ টায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া ক্রীড়া সচিব, অধিকর্তা, সহ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলার আয়োজন করা হবে। আগরতলায় ফুটবল, ভলিবল, সুইমিং, কাবাডি ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগরতলা প্রেসক্লাব ফুটবল টিম ও ক্রীড়া দপ্তরের টিমের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সাড়ে তিনটায় এডি নগর পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে একটি প্রদর্শনী হকি ম্যাচের আয়োজন করা হবে। মহকুমা এবং জেলা স্তরে ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হবে। এনএসআরসিসি-র বিভিন্ন ইভেন্টের সেন্টারগুলোর পাশাপাশি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সমূহেও খেলাধুলার আয়োজন করা হবে।

## পন্ডিচেরিতে আন্ত রাজ্য ক্রিকেটে বিদর্ভের বিরুদ্ধে লড়ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এই মুহূর্তে ত্রিপুরা দল ১৪৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে। প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। পন্ডিচেরিতে আয়োজিত সিনিয়র পুরুষদের সিএপি আন্ত রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রথম খেলায় ত্রিপুরা বিদর্ভের মুখোমুখি হয়েছে। প্রথম দিনে বিদর্ভের প্রথম ইনিংসের ১৮৪ রানের জবাবে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা দল দুই উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করে নিয়েছে। খেলা হচ্ছে পন্ডিচেরিতে সিয়াচেনে সিএপি দুই নম্বর গ্রাউন্ডে। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে বিদর্ভ ৫২.৩ ওভার খেলে ১৮৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রোহিত ভিনকার সর্বাধিক ৬৬ রান পায়।

এছাড়া, বিশেষ ৩৬ বলে ৫২ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। রাজ্য দলের বোলারদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ দুর্দান্ত বল করে ৪৪ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। তাছাড়া, সৌরভ কর পেয়েছে চারটি উইকেট ত্রিশ রানীর বিনিময়ে। সাহিল সুলতান পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা ২২ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক ঋতুরাজ ঘোষ রায় সাত রানে এবং সেন্টু সরকার নয় রানে প্যাভেলিয়নে ফিরলেও তন্ময় দাস এগার রানে এবং আনন্দ ভৌমিক দশ রানে উইকেটে রয়েছেন। বিদর্ভের তেজস্বী একাই দুটো উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা দলের লক্ষ্য থাকবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার অর্থাৎ ১৮৪ রানের অধিক রান সংগ্রহ করার।

## স্কুল দাবার অনূর্ধ ১৪ ও ১৭ জেলার দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ৩১ শে আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমবাসায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৪ ও ১৭ দাবা প্রতিযোগিতা। আর এই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে বুধবার আগরতলা এনআরসিসি দাবা হলে অনুষ্ঠিত হয় এক জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে দাবারুরা অংশগ্রহণ করে। দুই বিভাগের বালিকা ও বালক বিভাগের প্রতিযোগিতার শেষে ঘোষণা করা হয় চূড়ান্ত জেলা দল। তাতে অনূর্ধ ১৪ বালিকা বিভাগে একমাত্র একান্তিকা সরকার অংশ নেবে রাজ্য আসরে। বালক বিভাগে যারা অংশ নেবেন তারা হলেন মেহেকদীপ গোপ, মাগনুস দত্ত, নিশান্ত দাস, আয়ুস সূত্রধর, প্রস্মিত ঘোষ। অনূর্ধ ১৭ বালকদের মধ্যে রাজ্যভিত্তিক আসরে অংশ নেবে অভিজ্ঞান ঘোষ, স্বস্তিক মজুমদার, দেবজিৎ দে, কৃষাণু চৌধুরী ও রূপদে। বয়স ভিত্তিক এইগ্রুপে বালিকা দলটি হলেন শ্রেয়শী সাহা, সমৃদ্ধি ঘোষ, রীতিমা কর ও তৃষা দাস। এই সংবাদ জানান ত্রিপুরা স্কুল পোস্ট বোর্ডের পশ্চিম জেলার যুগ্ম সম্পাদক মদন বনিক।

## অনূর্ধ ১৭ পশ্চিম জেলার বাস্কেটবলের দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ বালকদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য বুধবার পশ্চিম জেলার দল গঠন করা হয়েছে। আগরতলা অভয়নগরে আয়োজিত জেলা ভিত্তিক শিবির থেকে গঠন করা হয়েছে ১০ সদস্যের পশ্চিম জেলা দল। গঠিত পশ্চিম জেলার বাস্কেটবল খেলোয়াররা হলেন রাহুল দাস, রাজা বনিক, অঙ্কিত দাস, কৃষেন্দু বনিক, সৌম্যদীপ দেব, দেবার্পন চক্রবর্তী, জিৎ দেবনাথ, অভিনব আচার্য, উদয় দাস ও সায়ন চৌহান। স্ট্যান্ড ভাই হিসেবে রাখা হয়েছে দেবার্ঘ সাহা ও আকাশ ধোপা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023



# বন্যায় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ নানা পেশার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট : বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বন্যায় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিত্যদিন এগিয়ে আসছেন সমাজের বিভিন্ন পেশার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে একেবারে মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়ক, নেতা, বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রাণ কার্যে সামিল হয়েছেন। এবার রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিরসনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু। তিনি ৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। এজন্য অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও সেই রাজ্যের সরকারকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে পড়ে। ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলা। যদিও বন্যার ভয়াবহতা ব্যাপক আকার ধারণ করে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ



অনুরোধে বন্যা কবলিত এলাকা থেকে দুর্গত মানুষকে উদ্ধারে বায়ু সেনার হেলিকপ্টার সহ লাইফ বোট, অতিরিক্ত এনডিআরএফ টিম সহ সমস্ত ধরণের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় সেই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে রাজ্যের মানুষ।

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এখন রাজ্যের পুনর্গঠনে ও ত্রাণ কাজে গতি আনতে সমাজের সুশীল অংশ আর্থিক সহায়তা নিয়ে সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বুধবারও অব্যাহত থাকে বন্যা ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়া। এদিন বন্যা ত্রাণে আর্থিক সহায়তা করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার - ১,০০,০০০ টাকা, শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল - ২৫,০০০ টাকা, রিক্রিয়েশন ক্লাব - ৫০,০০০ টাকা, নেতাজি প্লে সেন্টার - ২৫,০০০ টাকা, বড়দোয়ালি মন্ডল - ২০,০০০ টাকা, বড়দোয়ালি যুব মোর্চা - ৬,০০০ টাকা, ধর্মনগরের মৃণাল কান্তি দাস - ৫,০০০ টাকা, ডিডরাইটার্স এসোসিয়েশন - ১০,০০১ টাকা ও মুক্তি সংঘ - ১০,০০০ টাকা। এর পাশাপাশি মেসার্স মুন্না ইন্ডাস্ট্রিজ - ১,০০১,০০০ টাকা, অল ত্রিপুরা রেলওয়ে এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন - ১,০০,০০০ টাকা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট - ৫১,০০০ টাকা, স্থল ভেজিটেবল সমিতি - ৫০,০০০ টাকা, নব অঙ্গিকার সামাজিক সংস্থা - ২৫,০০০ টাকা, সুভাষ সংঘ ক্লাব (ভগবান দাস) - ৩০,০০০ টাকা, ভবনস ত্রিপুরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ - ৪০,০০০ টাকা, অল ত্রিপুরা গভ: ডক্টর্স এসোসিয়েশন - ১,০০,০০০ টাকা এবং ত্রিপুরা তহশীলফিল্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন - ১,০০,০০১ টাকা বন্যা ত্রাণের জন্য আর্থিক সহায়তা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে তুলে দিয়েছে।

সেই সঙ্গে বিশালগড় বার এসোসিয়েশন - ৫০,০০০ টাকা, রাম প্রসাদ ভূইয়া - ২৫,০০০ টাকা, বাদল চন্দ্র পোদ্দার - ২৫,০০০ টাকা, সৌমিত্র গোপ - ৫,০০০ টাকা, অল ত্রিপুরা টিচার্স এসোসিয়েশন - ১৫,০০০ টাকা, ডাঃ হিরন্ময় পুরকায়স্থ - ১০,০০০ টাকা, দুলাল সাহা ও রাজেশ বণিক - ২৫,৫০০ টাকা, বিক্রম দত্ত - ২৫,০০০ টাকা, ভিকি প্রসাদ - ২৫,০০০ টাকা, কুলদীপ বণিক - ১০,০০০ টাকা, বিমল দাস - ১৫,০০০ টাকা, সমরেশ দে - ২০,০০০ টাকা, সুব্রত সরকার (হাইকোর্ট বার) - ২৫,০০০ টাকা, পদ্ম লোচন ত্রিপুরা - ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিদেশী সিগারেট ও ১৩ টি গবাদি পশু উদ্ধার করল বিএসএফ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট:** বাংলাদেশের পাচারকালে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, বিদেশী সিগারেট সহ ১৩ টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।

ঘটনার বিবরনে বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেড কোয়ার্টার থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগর বিওপি এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১.০৪ কোটি টাকার ঔষধ এবং ৩ লক্ষ টাকার বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়। পাচারকারীরা এই সামগ্রী গুলি বাংলাদেশে পাচার করছিল বলে খবর।

এদিকে খোয়াই জেলায় পৃথক অভিযানে বগাবিল বিওপি এবং বেলছড়া বিওপিতে পাচারকালে ১৩ টি গবাদি পশুকে উদ্ধার করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।

## বিশালগড়ে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ আগস্ট: বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় চোরের দৌরাত্ম চরম আকার ধারণ করেছে। এক মহিলার ঘর থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ,গ্যাস সিলিন্ডার সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল।

বিধবা মহিলা সাহেনা খাতুনের শেষ সম্বলটুকুও রাতের আঁধারে চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল। ১৫ বছর আগে স্বামী মারা যায়। মানুষের বাড়ি কাজ করে কঠোর পরিশ্রম করে দুই মেয়েকে বিয়ে দেয়। ভাতার টাকা ও কাজের টাকা তিল তিল করে জমাতে থাকে একটা ঘর বানানোর জন্য। কিছুদিন আগে সরকারি ঘরের টাকা তুলে আনে। গতকাল মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলে ঘর থেকে ৫০ হাজার টাকা ও গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায় চোর।

একেবারে অসহায় অবস্থায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন দুর্গানগর হাসান হোসেনপাড়া। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

# ১৪ দফা দাবিতে মুখ্যসচিবের কৃষক সভার ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট:** রাজ্যের বন্যায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কৃষক সমাজ। তাই গতকাল কৃষকদের ও কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থা নিয়ে ১৪ দফা দাবিতে মুখ্যসচিবের নিকট সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর।

রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, গতকাল সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মুখ্যসচিবের সাথে রাজ্যের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে কৃষকদের ও কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থা নিয়ে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে চৌদ্দ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ঠিক গত একবছরে পরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য রাজ্যের কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। কৃষক সভা এই ব্যাপারে একাধিকবার সরকারের নিকট বিভিন্ন পর্যায়ে ডেপুটেশনে সমস্ত বিষয়গুলো জানিয়েও কোনো ফল পায়নি। এবাবের ভয়ঙ্কর বন্যার ফলে প্রায় আড়াই লক্ষ কৃষক তাদের কৃষি জমির ফসল সহ সব কিছু খুইয়েছেন। পরিস্থিতি এমন একজায়গায় এসে ঠেকেছে যে সরকার যদি সঠিকভাবে পাশে না দাঁড়ায় তাহলে রাজ্যের কৃষক, কৃষি ব্যবস্থা ও রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে।

তাই মুখ্যসচিবের নিকট ১৪ দফা দাবি জানানো হচ্ছে। দাবিগুলো হল, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত কৃষকদের প্রধানমন্ত্রীর ফসল বীমা যোজনায় অতি সত্বর সহায়তা করা, কৃষি ক্ষেত্রগুলো বন্যার জলের জন্যে




পলিথিন জমে থাকায় কৃষিকাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষকদের রেগা ও টুয়েফের কাজের বন্দোবস্ত করা হোক, সমস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক, চারাগাছ অতিসত্বর দিয়ে সাহায্য করা, যারা মৎস্য চাষ করেন সেই মৎস্যজীবীদের, তাদের জন্য মাছের পোনা, যারা গবাদিপশু পালন করেন তাদের জন্যে গো খাদ্য, শূকর, ও পল্টি পালনকারীদের জন্য শূকর প্রজননের ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করা হোক।পাশাপাশি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সেচ ব্যবস্থাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করে কৃষকদের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক সহায়তা দিতে হবে যাতে তারা কৃষিকাজ শুরু করতে পাবে, ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতিদের স্বার্থে তাদের জুম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, বন্যায় পুকুরগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলোকে পূর্বাবত অবস্থায় আনতে প্যাকেজ ঘোষণা করা,শাক সবজি উৎপাদনের জন্য ও ফুল, ফল ও বাগিচা কৃষির জন্য কৃষকদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বীজ ও চাড়াগাছ প্রদান করতে হবে ও বন্যায় সার ও কিটনাশক দিতে হবে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নষ্ট হয়ে যাওয়া জলাশয়গুলোকে কৃষকদের বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় মাছের পোনা সরবরাহ করা ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদি সবজি উৎপাদনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কৃষকদের জন্য সুদহীন ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা হোক।

## চার লক্ষ টাকার হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ আগস্ট: ফের যানবাহন চেকিং এর সময় এক বাইক থেকে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বাইক আরোহীকেও আটক করা হয়েছে। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কামেশ্বর রাধারমন মন্দিরের পাশে, ধর্মনগর থেকে বাগবাসা যাওয়ার পথে, ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরের পুলিশ যানবাহন চেকিং করছিল। এই সময়, বাগবাসা থেকে ধর্মনগরের দিকে আসছিল টিআর০২সি৪৬৫৭ নম্বরের একটি মোটরবাইক। পুলিশ সিগন্যাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইকটি ফেলে চালক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ দ্রুত তাকে ধাওয়া করে আটক করে। বাইকটির তল্লাশি চালানোর সময়, তার ভেতর থেকে দুটি প্লাস্টিক বাক্সের ভেতরে লুকানো অবস্থায় ২৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেরোইন ভর্তি ১০০টি কৌটা উদ্ধার হয়।

এই হেরোইনের কালোবাজার মূল্য ৪ লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। তিনি আরও জানান, হেরোইনসহ গ্রেপ্তার হওয়া বাইক চালকের নাম রাধা মানিক হালাম, তার বাড়ি বাগবাসা থানার অন্তর্গত জৈথাং এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত রয়েছে।

ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নতুন একটি এনডিপিএস মামলা দায়ের করেছে।ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার, ডি সি এম জিনিয়াস দেববর্মা, এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

## ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘুদের আর্থিক সহযোগিতার দাবি মথা মাইনোরিটি মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গানগর এলাকায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলির উপর হামলা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এর ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি জানিয়েছে তিপরা মথা মাইনোরিটি মোর্চা। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গানগর এলাকায় কালী মূর্তি ভাঙচুর ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা অগ্নিসংযোগ সহ হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তিপরা মথা মাইনোরিটি মোর্চা। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং দুষ্কৃতিকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের জোরালো দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মাইনোরিটি মোর্চার চেয়ারম্যান আলম মিয়া অভিযোগ করেন এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বিঘ্নিত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। কালী মূর্তি ভাঙচুর ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ সহ হিংসাত্মক কার্যকলাপ উভয় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংগঠন।

প্রাথমিক হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বলে সংগঠনের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে সংগঠন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অন্যতম নেতা মেবার কুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাকমুক্ত অভিযান ২.০ পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট:** কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, লেম্বুছড়া একলব্য ক্যাম্পাসে গতকাল ক্যাম্পাসের এনএসএস ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে একলব্য পরিসরে তামাকমুক্ত ক্যাম্পেইন ২.০ পালন করেছে। এ উপলক্ষে তামাক আসক্তির বিরুদ্ধে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালিরও আয়োজন করা হয় যাতে সকল কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তামাকমুক্ত সমাজের অঙ্গীকার গ্রহন করা হয় যাতে সকল কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

এরপরে, তামাক আসক্তির কুফলের উপর আলোকপাত করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের এনএফএসইউর ডিরেক্টর ড় এইচ কে প্রতিহারী আসন অলংকৃত করেন। তিনি তার বক্তব্যে সমাজে তামাক বা যেকোনো ধরনের মাদকাসক্তির কুফল তুলে ধরেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের অধ্যাপক প্রভাত কুমার মহাপাত্র।

তিনি তার বক্তব্যে মাদক ব্যবসাকে সমাজের কার্সিনোজেনিক ফ্যাক্টর হিসেবে নিন্দা করেন এবং তামাক ও যেকোনো ধরনের মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সকল শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সমস্ত অধ্যাপিকা, অধ্যাপক, কর্মচারীএবং ছাত্রছাত্রীরা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন ড় নন্দ দুলাল মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক (শিক্ষাশাস্ত্র) এবং ড় ব্রহ্মা নন্দ মিশ্র, সহকারী অধ্যাপক (হিন্দি)।

## সোনার চেইন নিয়ে পালিয়ে গেল ছিনতাইবাজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ আগস্ট: ধর্মনগরে ছিনতাইবাজদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফের দিনের আলোতে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলো ধর্মনগর শহরে। এক মহিলার সোনার চেইন ছিনতাই করে পালালো ছিনতাইবাজরা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ধর্মনগর পুর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ডের রত্না কর বুধবার সকালে নিজ মুদির দোকানে যান। মহিলা অর্থাৎ রত্না কর দোকানে ঢুকেছিলেন তখন বাইকে দুটো ছেলে পাঁচ টাকার বিনিময়ে প্লাস্টিকের কেরি ব্যাগ দিতে বলে। দোকানের মালিক যথারীতি তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা পেয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে দেয়। যাবার সময় অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি দোকানে থাকা মহিলা রত্না করের দুই ভরি ওজনের সোনার চেইন টান দিয়ে ছিড়ে নেয়। অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি সাথে সাথে তাদের বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় তাদেরকে ধরা সম্ভব হয়নি।

সাতসকালে এধরনের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ সহ এলাকার সাধারণ জনগণ।

## গোমতী জেলায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট :** আজ গোমতী জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বৈঠকে বন্যা পরবর্তী অবস্থা কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে। বন্যায় যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের তালিকা তৈরী করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে সময়মত পৌঁছায় তারজন্য তিনি পূর্ত, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, কৃষি, মৎস্য সহ সকল দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। জলবাহিত বা অন্যান্য রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে তিনি গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশ দেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, এখনও যে সকল ত্রাণ শিবিরগুলি চালু আছে সেইগুলিকে ভালোভাবে তদারকি করতে হবে। শিবিরগুলিতে পানীয়জল সহ খাবারের যাতে অভাব না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি প্রশাসনিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ৩ বাংলাদেশী নাগরিক ও ৪ ভারতীয় দালাল গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট :** বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ০৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ০৪ জন ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করেছে।

বিএসএফ হেড কোয়ার্টার থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিএসএফ-এর নিকট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর ছিল যে সিপাহীজলা জেলার মধুপুর বিওপি-র কৈয়াডেপা এলাকায় দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকরা প্রবেশ করছে। এই খবরের ভিত্তিতে ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বুধবার সকালে কৈয়াডেপা ২ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে ২ জন ভারতীয় টাউটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অপর একটি অভিযানে, বিএসএফ এবং জিআরপি আগরতলা, এয়ারপোর্ট থানার যৌথ অভিযানে, মঙ্গলবার নারায়ণপুর এবং গান্ধীগ্রাম থেকে ২ জন ভারতীয় টাউটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

## নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট:** অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে আগরতলা পূর্বাশার পাশে জেল পুলিশের মূখ্য কার্যালয়ে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।

জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ডিসেম্বর মাসে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ২৪৯ জন পরীক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বন্যার সময়ে রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া নির্মাণ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট:** বন্যা পরিস্থিতির সময়ে রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া নির্মাণ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে এবার তাদের এককালীন সহায়তা হিসেবে ৪ (চার) হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় এই খবর দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৯ আগষ্ট ২০২৪ ইং থেকে সমগ্র রাজ্যে অতিভারী বর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যার কারনে অন্যান্য ত্রিপুরাবাসীর মতো রাজ্যের নির্মাণ শ্রমিকগণও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এতে প্রায় টানা ৮ দিন তাদের রুজি রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

তাদের এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড এর সেস ফান্ড থেকে যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন তাদেরকে এককালীন ৪০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, সারা রাজ্যে নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা - ৪২,৯৮১ জন। তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭,১৯,২৪,০০০ টাকা। জেলা পর্যায়ে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন - পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা - ১৩, ১৪৮ জন, সিপাহীজলা জেলা - ৫,৮৯৯ জন, গোমতী জেলা - ৫,৬৯৮ জন, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা - ৪,১৩৩ জন, খোয়াই জেলা - ৪,৫২৯ জন, ধলাই জেলা - ৩,৫৯২ জন, উনকোটি জেলা - ৩,৮৬১ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা - ২,১২১ জন।

# ১,২৩৬ বার ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট : রাজ্যে বন্যা পীড়িতদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক সহ সমস্ত স্তরের কর্মচারীরা। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা এখন পর্যন্ত ১,২৩৬ বার ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিদর্শন করেছেন। সারা রাজ্যে গত তিন দিনে ১৭৯৯ টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, যাতে ১৯,১৬৯ জন পুরুষ, ১৪,৮৯৫ মহিলা ও ৮৭৩৬ জন শিশুসহ মোট ৪২,৮০০ জন চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেছেন।

বন্যায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে উত্তাল নদী নৌকা দিয়ে পেরিয়ে, বুক জল পায়ে হেঁটে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন। প্রবল বর্ষণ, দুর্গম রাস্তাঘাট পেরিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা দায়বদ্ধতা নিয়ে পথ চলছেন। পৌঁছে যাচ্ছেন জলমগ্ন এলাকাগুলিতে। ত্রাণ শিবিরে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে মেডিকেল টিম পৌঁছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করছেন। জলবাহিত রোগ ও পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এই বন্যা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ২৩,৫৫২ টি পরিবারের ৩৫,৯৯৩ (পুরুষ- ১৭,১৪১, মহিলা- ১৩,৩৯৮ এবং শিশু- ৫,৪৫৪) জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মোট ২০০০ ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার, ২ লক্ষ ওআরএস প্যাকেট, ২০ লাখ হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ১০ লাখ জিঙ্ক ট্যাবলেট এবং জ্বরের ওষুধ, স্কিন লোশন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মলম বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

## বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ সামগ্রী বিলি করলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার সহ অন্যান্যরা



**আগরতলা, ২৮ আগস্ট।।** বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকারের উদ্যোগে আজ বিলোনিয়ার বন্যা ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিলি করা হয়। খাদ্য সামগ্রী শিবিরে আশ্রিতদের মধ্যে বিলি করা হয়। এছাড়া নগদ ৪০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয় পুর পরিষদের চেয়ারম্যানের হাতে। প্রত্যন্ত এলাকায় বন্যা দুর্গতদের এই অর্থ বিলি করা হবে। এছাড়া খাদ্য সামগ্রী বি কে আই ও গেনদা স্কুলে বিতরণ করেন। এই ত্রাণ বন্টনে সহায়তা করেন বিভিন্ন সংস্থা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সানি সাহা , রয়েছে শিশু বিহার স্কুল এলামনি,। এছাড়া রয়েছে তুলসী বতী স্কুল এলামনি। তারা দিয়েছে নগদ ১০ হাজার টাকা। পরে আরো ত্রাণ সামগ্রী শ্রী সরকার মহকুমার সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন।তারা পরবর্তী সময়ে এগুলো প্রত্যন্ত এলাকাতে দুর্গতদের মধ্যে বিলি করবেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা প্রসঙ্গে শ্রী সরকার জানিয়েছেন, এবারের বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিলোনিয়া। বিলোনিয়ার ছেলে হিসাবে পাশে থাকা এই মুহূর্তে খুব জরুরী। প্রয়োজনে আরও প্রাণ সামগ্রী পাঠানো হবে বলে সরকার আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রী সরকারের সাথে ছিলেন পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল গোপ, সমাজসেবী গৌতম সরকার , পুর পারিষদ অনুপম চক্রবর্তী, নিউ স্টুডেন্ট কর্ণধার সুরজিৎ পাল, শিশু বিহার এলামনির পক্ষে অর্ঘ্য ভট্টাচার্য প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।